পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 267 Tuesday, 27 August, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৬৭ সংখ্যা ✱ ১০ ভাদ্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

নবান্ন অভিযানে বড় হিংসার ছক?

সাংঘাতিক তথ্য পুলিশের হাতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ আগামিকাল ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’। এই কর্মসূচি ঘিরে বড়সড় আশঙ্কার কথা শোনাল পুলিশ। আর এই নবান্ন অভিযান বেআইনি বলে জানিয়ে দিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজকুমার ভার্মা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন মনোজকুমার ভার্মা, এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। তিনি বলেন, ‘‘নবান্ন সংরক্ষিত এলাকা। এখানে সাধারণত কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যায় না। ফলে আমরা মনে করি আইনগতভাবে এই কর্মসূচি বেআইনি। যারা এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে, তারা যদি অন্য কোথাও করত তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।’’ শাসকদলের মতোই ২৭-এর কর্মসূচি নিয়ে বড়সড় আশঙ্কা করছে পুলিশও। সাধারণ মানুষ ও মহিলাদের সামনে রেখে হামলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মনে করছেন পুলিশ কর্তারা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে একাধিক আশঙ্কার কথা শোনান পুলিশ কর্তারা। এডিজি আইনশৃঙ্খলার বক্তব্য, তাঁদের কাছে খবর আছে, একটা বড় সংখ্যক চাইছে এখানে গন্ডগোল হোক। এমন উস্কানি তৈরি করা হবে যাতে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করে। যেটার ফায়দা তুলবে মিছিলের আহ্বায়করা। মনোজ ভার্মা বলেন, ‘‘পুলিশের কাছে যা খবর, সেইমতো কাজও করছে। তবে বিস্তারিত এখন জানানো হবে না।’’ এডিজি

আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা, এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকারের দাবি, এই অন্দোলনের একজন রবিবার শহরের পাঁচতারা হোটেলে এক নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন। কোন নেতার কথা বলছে পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন সুপ্রতিম সরকার বলেন, ‘‘আমাদের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে বেশ কিছু তথ্য এসেছে। সেই তথ্যের অন্যতম একটি হল এই যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের তরফে একজন গতকাল শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন। সে ব্যাপারে আমরা তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করছি। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে আগামিকাল কিছু দুস্কৃতী ব্যাপক গন্ডগোল, অশান্তি, হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়াতে পারে বলেও খবর পেয়েছি। আমরা এটাও জেনেছি ভিড়ের সামনে মূলত মহিলা ও ছাত্রছাত্রীদের রাখা হবে। পিছন থেকে গোলমাল পাকানো হবে। এমন পরিস্থিতি করবে যাতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়।’’ এই কর্মসূচির আহ্বায়কদের নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া আপাতত তা নিয়ে সরগরম। পুলিশেরও একাধিক প্রশ্ন আছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অর্থা দেশের যে নয়া আইনবিধি তাতে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। আগের ১৪৪ ধারার সমতুল। পুলিশ কর্তারা জানাচ্ছেন, নবান্ন রাজ্যের প্রধান সচিবালয়। এখানে পাঁচজনের বেশি মানুষের উপস্থিতি বেআইনি। সেটি আয়োজকদের বলাও হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও উত্তর দেয়নি। এই নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গ সুপ্রিম কোর্টেও উত্থাপিত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আরজি করকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ মিছিলে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে আইন বিরুদ্ধ কোনও কাজে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এমন নির্দেশ কিন্তু নেই। পুলিশও আইন মেনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোমবার সকালেই সাংবাদিক সম্মেলন করে কুণাল ঘোষ, জয়প্রকাশ মজুমদাররা। জয়প্রকাশ বলেন, ‘‘পুলিশের ছদ্মবেশে গুলি চালাতে পারে। নিজেদের লোককে মারতে পারে।’’ ওদিকে আবার শুভেন্দু অধিকারী শুনিয়ে রেখেছেন, ‘‘ছাত্রসমাজ অভিযান ডেকেছে। আমি বলেছি, যদি হয়, নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম পাই, নাগরিক হিসাবেওরা তো প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজনকে চেয়েছে। আমারও অধিকার আছে আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার।’’ ডিএ-এর দাবিতে আন্দোলনকারী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চও নবান্ন অভিযানে শামিল হবে। ফলে আগামিকালের নবান্ন অভিযান ঘিরে রাজনীতির পারদও যে চড়ছে, তা বলাই বাহুল্য।

পলিগ্রাফ টেস্টে কী বলল আরজি কর ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় পলিগ্রাফ টেস্টে তার অপরাধ কবুল করেছে বলেই সূত্রের খবর। ঘটনার রাতে সে ঠিক কী কী করেছিল, কোথায় কোথায় গেছিল, সেই তথ্য এই পরীক্ষায় উঠে এসেছে। অনেক আগেই সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্ট করানোর অনুমতি পেয়েছিল সিবিআই। কিন্তু তা করা হয়নি। অবশেষে রবিবার প্রেসিডেন্সি জেলে সেই টেস্ট করা হয় আরজি করের ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তর। ঘটনার দিন সঞ্জয় রায় যে দুটি যৌনপল্লিতে গেছিল এই খবর আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। সূত্রের খবর, পলিগ্রাফ টেস্টে সে ওই কথা স্বীকার করেছে। সঞ্জয় জানিয়েছে, দুটি যৌনপল্লীতে গেলেও সেখানে কারও সঙ্গে সঙ্গম করেনি সে। বরং নিজের প্রেমিকার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিল, তার থেকে নগ্ন ছবিও চেয়েছিল। পরে হাসপাতালে আসার সময় এক মহিলাকে রাস্তায় উত্ত্যক্তও করে সঞ্জয়। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের আগে ঠিক কী কী করেছিল সঞ্জয় রায়? পলিগ্রাফ টেস্টের পর সূত্র মারফৎ জানা গেছে, রাত ১১.১৫ নাগাদ সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে মদ খেয়েছিল। তারপর প্রথমে গেছিল উত্তর কলকাতার এক

যৌনপল্লীতে, তারপর সেখান থেকে সে আসে দক্ষিণ কলকাতায়। কয়েক ঘণ্টা সেখানে সময় কাটানোর পর ভোর ৪টের কিছু আগে সঞ্জয় পৌঁছয় আরজি কর হাসপাতালে। সোজা চলে যায় সেমিনার হলে। সেখানের সিসিটিভি ফুটেজেই তাকে দেখা গেছিল। সঞ্জয় কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, সেমিনার হলে তরুণী চিকিৎসককে দেখা মাত্রই সে শারীরিক নিগ্রহ শুরু করে। এরপর মারধর এবং ধর্ষণের পর তাঁকে খুন করে। তারপর সঞ্জয় নিজের এক পুলিশ বন্ধুর বাড়ি চলে যায়। তাঁর নাম অনুপম দত্ত বলে জানা গেছিল। সিবিআই কল রেকর্ড খতিয়ে দেখে জানতে পেরেছে সঞ্জয় ঠিকই বলেছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ছেঁড়া ব্লু-টুথ হেডফোনের সূত্র ধরেই প্রথমে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ওদিকে সিবিআই তদন্ত থেকে জানা গেছে, ঘটনার আগের দিন নির্যাতিতার ওপর ‘নজর’ রেখেছিল সে। হাসপাতালের করিডরের সিসি ক্যামেরায় এই ছবি ধরা পড়েছে। যে সিসিটিভি ফুটেজের কথা বলা হচ্ছে তাতে নাকি দেখা গেছে, ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ৮ তারিখ সঞ্জয় রায় চেস্ট মেডিসিন ওয়ার্ডে নির্যাতিতার ওপর ‘নজর’ রাখছিল। ওই দিন বেলা ১১টার সময় চেস্ট মেডিসিন ওয়ার্ডে ছিল সঞ্জয়। সেই সময় সেখানে নির্যাতিতা ছাড়াও আরও ৪ জন জুনিয়র ডাক্তার ছিলেন। সিসি ক্যামেরায় দেখা গেছে, সঞ্জয় তাঁদের দিকে ‘হাঁ করে’ তাকিয়ে ছিল। তার পরের দিনই ভোর রাতে ওই নৃশংস ঘটনা ঘটায় সঞ্জয়। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে আরজি করের সেই রাতের সেমিনার হলের দিকে যাওয়ার একটি ভিডিও। তাতে সঞ্জয় রায়কেই দেখা গেছে বলে দাবি। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, গলায় হেডফোন, হাতে হেলমেট নিয়ে আরজি করের করিডর ধরে হেঁটে যাচ্ছে সঞ্জয়। ওই করিডরের শেষ প্রান্তেই রয়েছে সেমিনার হল। গত ৯ আগস্ট ভোরে ওই সেমিনার হল থেকেই ডাক্তারি ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা।

ধর্ষণ মামলায় মমতার চিঠির জবাব মোদি সরকারের

লেখা হল, ফাস্ট ট্র্যাক নিয়ে রাজ্যের অনীহার কথা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দোষীর ফাঁসির সাজা চেয়েছেন। দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি উঠেছে। আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণ ও মহিলাদের উপর নির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই চিঠির জবাব দিল কেন্দ্র। নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী চিঠি লিখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই চিঠিতে তিনি জানালেন, ধর্ষণ ও শিশুদের উপর নির্যাতনের মামলার দ্রুত শুনানির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ১২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তার মধ্যে বেশিরভাগের কাজ শুরু হয়নি। গত ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে এক জুনিয়র ডাক্তারের দেহ উদ্ধার হয়। ‘তিলোত্তমা’র নৃশংস পরিণতিতে রাজ্যজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। আরজি কর কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গত ২২ আগস্ট চিঠি লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ষকদের শাস্তি দিতে কঠোর কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের আবেদন জানান। চিঠিতে মমতা লেখেন, ‘তথ্য বলছে প্রতিদিন দেশে ৯০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে অনেক ঘটনায় নির্যাতিতাকে খুন করা হয়।’ এরপরই চিঠিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘মহিলারা যাতে নিজেদের সুরক্ষিত এবং নিরাপদ ভাবতে পারেন, সেজন্য এইসব নৃশংস ঘটনা বন্ধ হওয়া দরকার। এইসব অপরাধে জড়িতদের শাস্তির জন্য কঠোর কেন্দ্রীয় আইন আনা দরকার।’’ এইসব ঘটনার দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের কথাও বলেন তিনি। মমতা লেখেন, ‘দ্রুত বিচারের জন্য ১৫ দিনের মধ্যে ট্রায়াল শেষ হওয়া দরকার।’ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠির জবাব দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন অন্নপূর্ণা দেবী। আরজি করের নৃশংস ঘটনায় মৃতের বাবা-মাকে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১ জুলাই থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা লাগু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেকথা উল্লেখ করে লিখেছেন, মহিলাদের উপর

অত্যাচার বন্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন নিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী লিখেছেন, ‘এই ধরনের আদালত গঠনের জন্য ২০১৯ সালের অক্টোবরে কেন্দ্র একটি প্রকল্প শুরু করে।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, ‘চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭৫২টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত কাজ করছে। তার মধ্যে ৪০৯টি পকসো আদালত। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এইসব আদালতে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গকে ১২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২০টি শুধু পকসো আদালত। কিন্তু, ২০২৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই আদালতগুলির কাজ শুরু হয়নি।’ মমতাকে লেখা চিঠিতে অন্নপূর্ণা জানিয়েছেন, ‘২০২৩ সালের ৮ জুন চিঠি পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানায়, তারা এই প্রকল্পে যোগ দিতে চায়। ৭টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের কথা জানায়। পরে ১৭টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়। চলতি বছরের ৩০ জুনের হিসেব বলছে, তার মধ্যে শুধুমাত্র ৬টি পকসো আদালত চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৮ হাজার ৬০০ ধর্ষণ ও পকসো মামলা ঝুলে রয়েছে। তা সত্ত্বেও আরও ১১টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন নিয়ে উদ্যোগ নেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী আরও বলেন, ‘মহিলা ও শিশুদের সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্র একটি ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা চালু করেনি।’

‘ব্যবসার জন্য কেউ ওকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন না’ আর্জি নির্যাতিতার বাবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে ঘটনার ১৪ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া দ্বিতীয় কেউ এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয়নি। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু, সেভাবে অগ্রগতি দেখতে না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। তারা তদন্তকারী সংস্থার কাছে দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শেষ করার আর্জি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, নিজেদের সুবিধার জন্য কেউ যেন তাঁদের মেয়েকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে সে বিষয়েও অনুরোধ জানিয়েছেন নির্যাতিতরা বাবা-মা। সিবিআই তদন্ত নিয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন, ‘‘১৪ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। আমরা এখন ধৈর্য হারাচ্ছি। সিবিআইকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সিবিআই-এর প্রতি মানুষের আস্থা আছে এবং আমরাও তাদের বিশ্বাস করি। কিন্তু, তারা এখনও পর্যন্ত মামলার সমাধান করতে পারেনি। তাদের দ্রুত মামলার সমাধান করা উচিত।’’ নির্যাতিতার মা বলেন, ‘‘প্রতিটি দিন এখন আমাদের কাছে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা দিনই আমাদের কাছে এক বছরের মতো মনে হচ্ছে। আমাদের সিবিআই-এর ওপর আস্থা আছে। কিন্তু, ধৈর্য হারানোর আগে দোষীদের খুঁজে বের করতে হবে।’’ নির্যাতিতার বাবার দাবি, যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছিল সেটি হস্তক্ষেপ করতে দেরি করা হয়েছে বলেই তদন্তে দেরি হচ্ছে। নাহলে সিবিআই এতো সময় নিত না। তবে, তারা পলিগ্রাফ পরীক্ষার মতো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তিনি জানান, ‘‘আমরা প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে সিবিআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা যা জানি তা তাদের বলেছি।’’ এদিকে, নির্যাতিতাকে নিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমে অনেক ভুয়ো পোস্ট হচ্ছে। তা নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে হস্তক্ষেপ করার পাশাপাশি সমাজ মাধ্যমে অবমাননাকর মন্তব্য এবং অনুপযুক্ত ছবি প্রচার বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। নির্যাতিতার বাবার আর্জি, ‘‘অনুগ্রহ করে ওকে কারও ব্যবসার জন্য হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করবেন না।’’ এর আগেও মেয়ের ছবি পোস্ট না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। তারপর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এই ধরনের পোস্ট মুছে ফেলেছে বলে তিনি জানান। নির্যাতিতার ধর্ষণের জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়ের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের কথা স্মরণ করে নির্যাতিতার মা বলেন, ‘‘তাঁর ডিউটি শেষ হওয়ার পরে ৮ আগস্ট রাত ১১.১৫ টার দিকে সে আমাকে শেষবারের মতো ফোন করেছিল। সে আমাকে বলেছিল যে সে এবং তাঁর সহকর্মীরা অনলাইনে খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। তাঁরা রাতের খাবার শুরু করতে চলেছে। এরপর অন্যান্য দিনের মতো সে আর ফোন করেনি। আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু, আমার মেয়েকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হতে পারে তা কখনও কল্পনাও করিনি। এই হত্যার ন্যায়বিচার চাই।’’

নবান্ন অভিযানে সমর্থন আছে বিজেপির, জানিয়ে দিলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ‘ ছাত্র সমাজ’। নিজেদের অরাজনৈতিক বলেই দাবি করেছে তারা। তবে কোনও রাজনৈতিক দল

চাইলেই সমর্থন করতে পারে তাদের কর্মসূচিকে। সেই ডাকেই কি সাড়া দিল বিজেপি? সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে দেখে ভয় পেয়েছেন। তাই মেঘের আড়ালে লুকিয়ে তির চালাচ্ছেন। সামনে এসে লড়ার সৎ সাহস নেই, পুলিশকে সামনে করছে। আমরা উদ্যোক্তা না হলেও আন্দোলনে সমর্থন আছে।’’

দেহ উদ্ধারের পরেই সেমিনার হলে এত লোক! নেই পুলিশের নিয়ন্ত্রণ, প্রশ্নের ঝড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া-চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরে পেরিয়ে গেছে ১৮ দিন। ঘটনার পরেই অভিযোগ উঠেছিল, আরজি করের থার্ড ফ্লোরের সেমিনার রুমে অর্থাৎ ক্রাইম সিনে নানা রকম পরিবর্তন ঘটেছে। এবার সামনে এল, সেদিনকার সেমিনার হলের একটি ভিডিও, যাতে এই অভিযোগেরই সত্যতা প্রমাণ হয়। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ধর্ষিতা ওই তরুণীর দেহ পড়ে রয়েছে, তাঁর পাশেই গিজগিজ করছে ভিড়। অনেক লোকজন ঢুকে পড়েছে সেখানে। ৮ আগস্ট গভীর রাতে আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যায় নৃশংস ধর্ষণ-খুন। ৯ তারিখ সকালে দেহ উদ্ধার হয় তরুণী চিকিসকের। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা যেখানে সিল করার কথা, তা না করে সেখানে কী করে এত লোককে ঢুকতে দেওয়া হল, সেই নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে ওই সেমিনার হলের মধ্যে প্রায় ৩০-৪০ জন লোক হুড়মুড়িয়ে ঢোকা-বেরোনো করছেন। রয়েছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের দফতরের পিওন। রয়েছেন ফরেন্সিক বিভাগের কর্তা দেবাশিস সোম-সহ হাসপাতালের একাধিক পদস্থ লোকজন। প্রসঙ্গত, এই দেবাশিস সোম এখন সিবিআই তদন্তের স্ক্যানারে। শুধু তাই নয়, সন্দেহ বাড়িয়েছে, শান্তনু দে নামের এক

আইনজীবীর সেখানে উপস্থিতি। তিনি সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী বলে জানা গেছে। ঘটনার দিন সকাল সকাল তিনি ক্রাইম সিনে কীভাবে পৌঁছে গেছিলেন, কেনই বা গেছিলেন, ভিডিও দেখে সেই প্রশ্ন উঠেছে সমস্ত মহলে। সবচেয়ে বড় কথা, ঘটনাস্থলে হাজির ছিল পুলিশও, কিন্তু তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই সেখানে ভিড় করা এত মানুষের উপর। অপরাধের জায়গায় এত লোক আসা-যাওয়া করলে যে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা নিশ্চয়ই পুলিশের দেখার দায়িত্ব। কিন্তু ঘটনাস্থলে সে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি পুলিশকে। বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি চলার সময়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবালকে ভর্ৎসনা করে প্রশ্ন করেন, ৯ তারিখ সকাল ১০টা ১০-এ ঘটনার জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে। এর পরে ক্রাইম সিন সিল করা হয়েছে রাত ১১টার পরে, এতক্ষণ কী হচ্ছিল? এমনকি এই প্রশ্নও উঠেছে আদালতের বিচারপতিদের তরফে, যে এফআইআর করতে কেন রাত হয়ে গেল, তার আগে কেনই বা ময়নাতদন্ত সারা হয়ে গেল নির্যাতিতার। এই সমস্ত নানা রকম অসঙ্গতি ও প্রশ্নের জোয়ার আরও একটু উস্কে দিল ঘটনার ১৮ দিন পরে সামনে আসা সেমিনার হলের ভিডিও।

পাকিস্তানে ট্রাক-বাস থামিয়ে বাছাই করে গুলি জঙ্গিদের, নিহত অন্তত ৪৬

বালুচিস্তান, ২৬ আগস্টঃ পাকিস্তানের বালুচিস্তানে সশস্ত্র হামলায় অন্তত্পক্ষে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বালুচিস্তানের মুসাখাইল জেলায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে সশস্ত্র বন্দুকবাজরা ট্রাক ও বাস থেকে ধরে ধরে লোকজনকে নামিয়ে তাঁদের পরিচয় জানতে চায়। তারপর বেছে বেছে গুলি করে হত্যা করা হয়। জেলার পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, দুস্কৃতীরা আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। বন্দুক ও অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখিয়ে ওই পথ দিয়ে চলাচলকারী এক-একটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস দাঁড় করায়। তারপর পরিচয় জেনে নির্বিচারে গুলি করে খুন করা হয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা বালুচিস্তান ও পাক পাঞ্জাবের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। সশস্ত্র দুস্কৃতীরা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, পাঞ্জাব থেকে এবং পাঞ্জাব অভিমুখে যাওয়া গাড়িগুলিকেই টার্গেট করা হয়েছিল। বেছে পাঞ্জাবের লোককেই খুন করেছে জঙ্গিরা। তবে এই ঘটনার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি। উল্লেখ্য, এই বছরে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এ ধরনের হামলা ঘটল। গত এপ্রিলে বালুচিস্তানে একটি বাস থেকে ৯ জনকে নামিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করেছিল জঙ্গিরা। গত কয়েক বছর ধরেই এই ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলছে। রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই জঙ্গি হামলার কঠোর নিন্দা করেছেন। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না বলে মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

‘পুলিশের পোশাক পরে গুলি চালাতে পারে’ নবান্ন অভিযানে তৃণমূলের ‘পূর্বাভাস’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ ও আসল দোষীদের গ্রেফতারির ডাক দিয়ে নবান্ন অভিযান। বিরোধীদের দাবি, এটা সম্পূর্ণ ‘অরাজনৈতিক কর্মসূচি’, কিন্তু তৃণমূলের অভিযোগ, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চক্রান্ত করেই এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। আর তাতে চরম অশান্তি আশঙ্কা করছে তৃণমূল। পুলিশের পোশাক পরে গুলি চালানোও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি এই কর্মসূচি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। কুণাল বলেন, ‘‘নবান্ন অভিযান বেআইনি, অবৈধ। কারোর কোনও দায়িত্বশীল সংগঠন পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে কর্মসূচি করছে না। সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে লোক ক্ষেপিয়ে গন্ডগোলের চেষ্টা হচ্ছে। তদন্তে সিবিআই, মামলা সুপ্রিম কোর্টে দিল্লিতে, আর কলকাতায় নবান্ন চলো বলে গদির রাজনীতি করা হচ্ছে। যাঁরা বাংলায় নির্বাচনের মানুষের দ্বারা প্রত্যাখিত হয়েছে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা অন্য কোনও শক্তিকে জড়িত করার চেষ্টা করছে।’’ তাঁর অভিযোগ, ‘‘একটা চক্র কাজ করছে। তার মধ্যে বিজেপি, এবিভিপি, আরএসএস প্রমোট করছে। সিপিএম মনোভাবাপন্ন কিছু গোষ্ঠী মধ্যে রয়েছে। বঙ্গবিরোধী কিছু গোষ্ঠী-অপশক্তি, যাঁরা এলোমেলো করে দিতে চাইছে বাংলাকে। আমাদের আশঙ্কা, আমরা বারবার পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টা বলেছি।’’ যদিও এই কর্মসূচি নিয়ে আগেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা

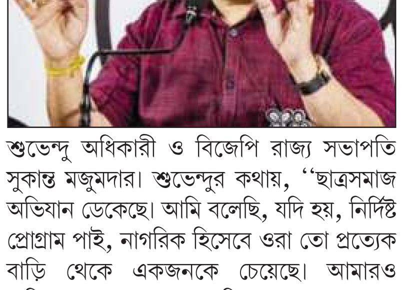

শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘ছাত্রসমাজ অভিযান ডেকেছে। আমি বলেছি, যদি হয়, নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম পাই, নাগরিক হিসেবে ওরা তো প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজনকে চেয়েছে। আমারও অধিকার আছে আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার।’’ আর অন্যদিকে, নবান্ন অভিযান নিয়ে সুকান্তর বক্তব্য, ‘‘আমার মনে হয়, অরাজনৈতিক ভাবেই অভিযান হওয়া উচিত। রাজনৈতিক নেতারা দূরে থাকলেই ভাল।’’ যদিও বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট করেছেন, ‘‘বিরোধী দলনেতা কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছেন। কর্মসূচির উদ্যোক্তারা আমার নাম ব্যবহার করে প্রচার করেছেন। এটা চরম অনৈতিক কাজ। ধিক্কার জানাচ্ছি। এটা বিরাট লড়াইকে ভাঙার জন্য বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা।’’ কুণাল যে অশান্তির আশঙ্কা করছেন, তার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু ভিডিয়ো তাঁদের হাতে এসেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, ‘‘বাংলার বাইরে থেকে গ্রুপ করে করে কিছু লোক নাশকতার জন্য ঢোকানো হতে পারে। পুলিশের পোশাক পরে নিজেরা গুলি চালনা, বা অন্য কিছু করা, যাতে মানুষের মধ্যে সরকার কিংবা পুলিশ সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। গন্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা।’’ তিনি বলেন, ‘‘ভিডিয়োগুলো আমাদের হাতে এসেছে। আইনত যেখানে যেখানে দেওয়ার, আমরা দেব।’’ বিরোধীদের কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, ‘‘ওরা বডি চাইছে, শুকুনের রাজনীতি করছে। ন্যায়বিচারের দাবিতে মিছিল হয়, সেটা একটা ব্যাপার। আমরাও তো বলছি উই ওয়ান্ট জাস্টিস। পুলিশ তো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীকে ধরেছে, সিবিআই কী করছে? বাংলায় ন্যায় বিচারের দাবিতে যতগুলো মিছিল বেরোবে, সে বাংলার যে প্রান্ত থেকেই বেরোক না কেন, শেষ হবে সিজিও কমপ্লেক্সে, কারণ তদন্ত করছে সিবিআই।’’

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

QVC EXPORTS LIMITED

CIN: U27109WB2005PLC104672

QVC Exports Limited (the "**Company**") was incorporated on August 9, 2005 as a private limited company under the name and style of 'QVC Exports Private Limited', under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on February 14, 2022 and consequently the name of our Company was changed to 'QVC Exports Limited' and a fresh certificate of incorporation dated March 1, 2022 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. For details of change in Registered Office of our Company, please refer to the chapter titled ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 123 of the Prospectus.

Registered Office: 6th Floor, South City Business Park 770, EM Bypass, Anandapur, Adarsha Nagar, E.K.T, Kolkata- 700 107, West Bengal, India; **Telephone:** +91 33 2419 7677; **Corproate Office (where books of accounts are maintained):** 2nd FR 6, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata – 700 026, West Bengal, India; **Telephone:** +91 33 4849 8782; **E-mail:** office@qvcgroup.com; **Website:** www.qvcgroup.com; **Contact Person:** Khushboo Singh, Company Secretary and Compliance Officer

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

PROMOTERS OF OUR COMPANY : NILESH KUMAR SHARMA, MADHU SHARMA, PRITI SHARMA, MATASHREE MERCANTILE PRIVATE LIMITED AND UNITY VYAPAAR PRIVATE LIMITED

The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE").

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC OFFER OF 27,98,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF THE COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 86/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ 76/- PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 2,406.62 LACS ("OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF 20,49,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 1,762.66 LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 7,48,800 EQUITY SHARES BY MATASHREE MERCANTILE PRIVATE LIMITED ("THE SELLING SHAREHOLDER") ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ 643.97 LAKHS, OUT OF WHICH 1,40,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 121.09 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 26,57,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN OFFER PRICE OF ₹ 86/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 2,285.54 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.78% AND 25.43%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10/- AND THE OFFER PRICE IS 8.60 TIMES OF THE FACE VALUE.

OFFER PROGRAMME

OFFER OPENED ON : WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024

OFFER CLOSED ON: FRIDAY, AUGUST 23, 2024

Our Company has filed the Prospectus dated August 15, 2024 with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata (the **"Prospectus"**). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., **NSE EMERGE**, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated July 26, 2024. **NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of the Offer. The trading is proposed to be commenced on Wednesday, August 28, 2024** (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Offer is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Offer to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Offer of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Offer of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designated Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Offer only through an Application Supported by Blocked Amount **("ASBA")** process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the respective bank accounts and / or UPI IDs, in case of RIIs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks **("SCSBs")** for the same.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Offer has received 384182 applications for 1356878400 Equity Shares (including the Market maker reservation portion) before technical rejections resulting in 484.88 times subscription. The details of the applications received in the Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Sr. No	Category	Gross Applications		Technical Rejections		Valid Applications	
		No. of Applications received	No. of Equity Shares applied	No. of Applications received	No. of Equity Shares applied	No. of Applications received	No. of Equity Shares applied
1	Reserved for Market Makers	1	140800	0	0	1	140800
2	Retail Individual Investors	351221	561953600	4816	7705600	346406	554248000
3	Other than Retail Individual Investors	32960	794784000	396	2936000	32564	791848000
	Total	**384182**	**1356878400**	**5212**	**10641600**	**378970**	**1346236800**

The Shares available for allotment have been arrived in the proportion of the respective over subscription ratio of Retail Individual Investors and Other than Retail Individual Investors category received. In view of the explanation provided under regulations 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Retail Individual Investors Category has applied for 41.17% and 58.83% by Other than Retail Individual Investors; Accordingly, we have derived the issue size for different categories.

In other than Retail Individual Investor Category, there was over subscription of 794784000 Equity Shares before technical rejection and 791848000 Equity Shares after technical rejection. In Retail Individual Investors Category there was over subscription of 561953600 Equity Shares before technical rejection and 554248000 Equity Shares after technical rejection. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on Monday, August 26, 2024.

A. Allotment to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):

The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Offer Price of ₹ 86/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 140800 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	140800	1	100.00	140800	100.00	140800	140800.00	140800	1	1	1	100.00	140800	100.00	0.00
GRAND TOTAL		**1**	**100.00**	**140800**	**100.00**	**140800**					**1**	**100.00**	**140800**	**100.00**	**0.00**

B. Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Offer Price of ₹ 86/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 416.85 times. The total number of shares allotted in this category is 1329600 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1600	346405	100.00	554248000	100.00	1329600	3.84	1600	1	417	831	100.00	1329600	100.00	0.00
GRAND TOTAL		**346405**	**100.00**	**554248000**	**100.00**	**1329600**					**831**	**100.00**	**1329600**	**100.00**	**0.00**

C. Allotment to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):

The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹ 86/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 1328000 Equity Shares. The category was subscribed by 596.27 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	3200	18241	53.91	58371200	7.38	97893.73	5.37	1600	61	18241	61	7.93	97600	7.35	-293.73
2	4800	2889	8.88	13867200	1.76	23256.54	8.05	1600	15	2889	15	1.95	24000	1.81	743.47
3	6400	1068	3.28	6835200	0.87	11463.25	10.73	1600	7	1068	7	0.91	11200	0.85	-263.25
4	8000	1026	3.16	8208000	1.04	13765.56	13.42	1600	9	1026	9	1.17	14400	1.09	634.45
5	9600	690	2.12	6624000	0.84	11109.05	16.10	1600	7	690	7	0.91	11200	0.85	90.96
6	11200	1151	3.54	12891200	1.63	21619.70	18.78	1600	14	1151	14	1.82	22400	1.69	780.31
7	12800	2177	6.69	27865600	3.52	46733.11	21.47	1600	29	2177	29	3.77	46400	3.50	-333.11
8	14400	507	1.56	7300800	0.93	12244.10	24.15	1600	8	507	8	1.04	12800	0.97	555.91
9	16000	849	2.61	13584000	1.72	22781.59	26.83	1600	14	849	14	1.82	22400	1.69	-381.59
10	17600	185	0.57	3256000	0.42	5460.61	29.52	1600	3	185	3	0.39	4800	0.37	-660.61
11	19200	161	0.50	3091200	0.40	5184.22	32.20	1600	3	161	3	0.39	4800	0.37	-384.22
12	20800	102	0.32	2121600	0.27	3558.12	34.88	1600	2	102	2	0.27	3200	0.24	-358.12
13	22400	213	0.66	4771200	0.61	8001.73	37.57	1600	5	213	5	0.65	8000	0.61	-1.73
14	24000	324	1.00	7776000	0.99	13041.05	40.25	1600	8	324	8	1.04	12800	0.97	-241.05
15	25600	139	0.43	3558400	0.45	5967.76	42.93	1600	4	139	4	0.52	6400	0.49	432.25
16	27200	93	0.29	2529600	0.32	4242.37	45.62	1600	3	93	3	0.39	4800	0.37	557.64
17	28800	126	0.39	3628800	0.46	6085.83	48.30	1600	4	126	4	0.52	6400	0.49	314.18
18	30400	55	0.17	1672000	0.22	2804.10	50.98	1600	2	55	2	0.27	3200	0.24	395.91
19	32000	227	0.70	7264000	0.92	12182.38	53.67	1600	8	227	8	1.04	12800	0.97	617.63
20	33600	71	0.22	2385600	0.31	4000.87	56.35	1600	2	71	2	0.27	3200	0.24	-800.87
21	35200	61	0.19	2147200	0.28	3601.05	59.03	1600	2	61	2	0.27	3200	0.24	-401.05
22	36800	46	0.15	1692800	0.22	2838.98	61.72	1600	2	46	2	0.27	3200	0.24	361.03
23	38400	38	0.12	1459200	0.19	2447.21	64.40	1600	2	38	2	0.27	3200	0.24	752.80
24	40000	119	0.37	4760000	0.61	7982.95	67.08	1600	5	119	5	0.65	8000	0.61	17.06
25	41600	39	0.12	1622400	0.21	2720.92	69.77	1600	2	39	2	0.27	3200	0.24	479.09
26	43200	54	0.17	2332800	0.30	3912.32	72.45	1600	2	54	2	0.27	3200	0.24	-712.32
27	44800	47	0.15	2105600	0.27	3531.28	75.13	1600	2	47	2	0.27	3200	0.24	-331.28
28	46400	27	0.09	1252800	0.16	2101.06	77.82	1600	1	27	1	0.14	1600	0.12	-501.06
29	48000	108	0.34	5184000	0.66	8694.04	80.50	1600	5	108	5	0.65	8000	0.61	-694.04
30	49600	43	0.14	2132800	0.27	3576.90	83.18	1600	2	43	2	0.27	3200	0.24	-376.90
31	51200	17	0.06	870400	0.11	1459.74	85.87	1600	1	17	1	0.14	1600	0.12	140.27
32	52800	20	0.07	1056000	0.14	1771.01	88.55	1600	1	20	1	0.14	1600	0.12	-171.01
33	54400	41	0.13	2230400	0.29	3740.59	91.23	1600	2	41	2	0.27	3200	0.24	-540.59
34	56000	28	0.09	1568000	0.20	2629.68	93.92	1600	2	28	2	0.27	3200	0.24	570.33
35	57600	59	0.19	3398400	0.43	5699.43	96.60	1600	4	59	4	0.52	6400	0.49	700.58
36	59200	46	0.15	2723200	0.35	4567.06	99.28	1600	3	46	3	0.39	4800	0.37	232.95
37	60800	18	0.06	1094400	0.14	1835.41	101.97	1600	1	18	1	0.14	1600	0.12	-235.41
38	62400	6	0.01	374400	0.05	627.91	104.65	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-627.91
39	64000	97	0.30	6208000	0.79	10411.38	107.33	1600	6	97	6	0.78	9600	0.73	-811.38
40	65600	7	0.03	459200	0.06	770.12	110.02	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-770.12
41	67200	5	0.01	336000	0.05	563.51	112.70	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-563.51
42	68800	18	0.06	1238400	0.16	2076.91	115.38	1600	1	18	1	0.14	1600	0.12	-476.91
43	70400	7	0.03	492800	0.07	826.47	118.07	1600	1	7	1	0.14	1600	0.12	773.54
44	72000	14	0.05	1008000	0.13	1690.51	120.75	1600	1	14	1	0.14	1600	0.12	-90.51
45	73600	17	0.06	1251200	0.16	2098.38	123.43	1600	1	17	1	0.14	1600	0.12	-498.38
46	75200	8	0.03	601600	0.08	1008.94	126.12	1600	1	8	1	0.14	1600	0.12	591.07
47	76800	11	0.04	844800	0.11	1416.81	128.80	1600	1	11	1	0.14	1600	0.12	183.20
48	78400	2	0.01	156800	0.02	262.97	131.48	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-262.97
49	80000	46	0.15	3680000	0.47	6171.69	134.17	1600	4	46	4	0.52	6400	0.49	228.32
50	81600	20	0.07	1632000	0.21	2737.02	136.85	1600	2	20	2	0.27	3200	0.24	462.99
51	83200	6	0.01	499200	0.07	837.21	139.53	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	762.80
52	84800	9	0.03	763200	0.10	1279.96	142.22	1600	1	9	1	0.14	1600	0.12	320.05
53	86400	5	0.01	432000	0.06	724.51	144.90	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-724.51
54	88000	27	0.09	2376000	0.31	3984.77	147.58	1600	2	27	2	0.27	3200	0.24	-784.77
55	89600	4	0.01	358400	0.05	601.07	150.27	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-601.07
56	91200	5	0.01	456000	0.06	764.76	152.95	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-764.76
57	92800	8	0.03	742400	0.10	1245.08	155.63	1600	1	8	1	0.14	1600	0.12	354.93
58	94400	8	0.03	755200	0.10	1266.54	158.32	1600	1	8	1	0.14	1600	0.12	333.47
59	96000	16	0.05	1536000	0.20	2576.01	161.00	1600	2	16	2	0.27	3200	0.24	624.00
60	97600	2	0.01	195200	0.03	327.37	163.68	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-327.37
61	99200	7	0.03	694400	0.09	1164.58	166.37	1600	1	7	1	0.14	1600	0.12	435.43
62	100800	9	0.03	907200	0.12	1521.46	169.05	1600	1	9	1	0.14	1600	0.12	78.55
63	102400	8	0.03	819200	0.11	1373.88	171.73	1600	1	8	1	0.14	1600	0.12	226.13
64	104000	33	0.11	3432000	0.44	5755.78	174.42	1600	4	33	4	0.52	6400	0.49	644.23
65	105600	10	0.04	1056000	0.14	1771.01	177.10	1600	1	10	1	0.14	1600	0.12	-171.01
66	107200	10	0.04	1072000	0.14	1797.84	179.78	1600	1	10	1	0.14	1600	0.12	-197.84
67	108800	4	0.01	435200	0.06	729.87	182.47	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-729.87
68	110400	7	0.03	772800	0.10	1296.06	185.15	1600	1	7	1	0.14	1600	0.12	303.95
69	112000	22	0.07	2464000	0.32	4132.35	187.83	1600	3	22	3	0.39	4800	0.37	667.66
70	113600	10	0.04	1136000	0.15	1905.18	190.52	1600	1	10	1	0.14	1600	0.12	-305.18
71	115200	42	0.13	4838400	0.62	8114.44	193.20	1600	5	42	5	0.65	8000	0.61	-114.44
72	116800	39	0.12	4555200	0.58	7639.48	195.88	1600	5	39	5	0.65	8000	0.61	360.53
73	118400	5	0.01	592000	0.08	992.84	198.57	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	607.17
74	120000	9	0.03	1080000	0.14	1811.26	201.25	1600	1	9	1	0.14	1600	0.12	-211.26
75	121600	6	0.01	729600	0.10	1223.61	203.93	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	376.40
76	123200	1	0.01	123200	0.02	206.62	206.62	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-206.62
77	124800	12	0.04	1497600	0.19	2511.61	209.30	1600	2	12	2	0.27	3200	0.24	688.40
78	126400	12	0.04	1516800	0.20	2543.81	211.98	1600	2	12	2	0.27	3200	0.24	656.20
79	128000	22	0.07	2816000	0.36	4722.69	214.67	1600	3	22	3	0.39	4800	0.37	77.32
80	129600	3	0.01	388800	0.05	652.06	217.35	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-652.06
81	131200	3	0.01	393600	0.05	660.11	220.03	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-660.11
82	132800	6	0.01	796800	0.11	1336.31	222.72	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	263.70
83	134400	2	0.01	268800	0.04	450.81	225.40	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-450.81
84	136000	2	0.01	272000	0.04	456.17	228.08	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-456.17
85	137600	2	0.01	275200	0.04	461.54	230.77	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-461.54
86	139200	3	0.01	417600	0.06	700.36	233.45	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-700.36
87	140800	9	0.03	1267200	0.17	2125.21	236.13	1600	1	9	1	0.14	1600	0.12	-525.21
88	142400	11	0.04	1566400	0.20	2627.00	238.82	1600	2	11	2	0.27	3200	0.24	573.01
89	144000	5	0.01	720000	0.10	1207.51	241.50	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	392.50
90	145600	11	0.04	1601600	0.21	2686.03	244.18	1600	2	11	2	0.27	3200	0.24	513.98
91	147200	4	0.01	588800	0.08	987.48	246.87	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	612.53
92	148800	3	0.01	446400	0.06	748.66	249.55	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-748.66
93	150400	5	0.01	752000	0.10	1261.18	252.23	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	338.83
94	152000	8	0.03	1216000	0.16	2039.35	254.92	1600	1	8	1	0.14	1600	0.12	-439.35
95	155200	4	0.01	620800	0.08	1041.14	260.28	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	558.87
96	156800	3	0.01	470400	0.06	788.91	262.97	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-788.91
97	158400	5	0.01	792000	0.11	1328.26	265.65	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	271.75
98	160000	38	0.12	6080000	0.77	10196.71	268.33	1600	6	38	6	0.78	9600	0.73	-596.71
99	161600	3	0.01	484800	0.07	813.06	271.02	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	786.95
100	163200	5	0.01	816000	0.11	1368.51	273.70	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	231.50
101	164800	2	0.01	329600	0.05	552.77	276.38	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-552.77
102	166400	5	0.01	832000	0.11	1395.34	279.07	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	204.67
103	168000	2	0.01	336000	0.05	563.51	281.75	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-563.51
104	169600	1	0.01	169600	0.03	284.44	284.43	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-284.44
105	171200	2	0.01	342400	0.05	574.24	287.12	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-574.24
106	172800	1	0.01	172800	0.03	289.81	289.80	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-289.81
107	174400	2	0.01	348800	0.05	584.97	292.48	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-584.97
108	176000	10	0.04	1760000	0.23	2951.68	295.17	1600	2	10	2	0.27	3200	0.24	248.33
109	177600	3	0.01	532800	0.07	893.56	297.85	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	706.45
110	180800	4	0.01	723200	0.10	1212.88	303.22	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	387.13
111	182400	3	0.01	547200	0.07	917.71	305.90	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	682.30
112	184000	1	0.01	184000	0.03	308.59	308.58	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-308.59
113	185600	2	0.01	371200	0.05	622.54	311.27	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-622.54
114	187200	5	0.01	936000	0.12	1569.76	313.95	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	30.25
115	188800	1	0.01	188800	0.03	316.64	316.63	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-316.64
116	192000	6	0.01	1152000	0.15	1932.01	322.00	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	-332.01
117	193600	7	0.03	1355200	0.18	2272.80	324.68	1600	1	7	1	0.14	1600	0.12	-672.80
118	195200	3	0.01	585600	0.08	982.11	327.37	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	617.90
119	196800	4	0.01	787200	0.10	1320.21	330.05	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	279.80
120	198400	2	0.01	396800	0.06	665.47	332.73	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-665.47
121	200000	6	0.01	1200000	0.16	2012.51	335.42	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	-412.51
122	203200	5	0.01	1016000	0.13	1703.93	340.78	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	-103.93
123	206400	8	0.03	1651200	0.21	2769.22	346.15	1600	2	8	2	0.27	3200	0.24	430.79
124	208000	2	0.01	416000	0.06	697.67	348.83	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-697.67
125	211200	2	0.01	422400	0.06	708.41	354.20	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-708.41
126	212800	3	0.01	638400	0.09	1070.66	356.88	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	529.35
127	214400	4	0.01	857600	0.11	1438.28	359.57	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	161.73
128	216000	5	0.01	1080000	0.14	1811.26	362.25	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	-211.26
129	219200	4	0.01	876800	0.12	1470.48	367.62	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	129.53
130	220800	1	0.01	220800	0.03	370.31	370.30	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-370.31
131	222400	1	0.01	222400	0.03	372.99	372.98	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-372.99
132	224000	9	0.03	2016000	0.26	3381.02	375.67	1600	2	9	2	0.27	3200	0.24	-181.02
133	228800	7	0.03	1601600	0.21	2686.03	383.72	1600	2	7	2	0.27	3200	0.24	513.98
134	230400	4	0.01	921600	0.12	1545.61	386.40	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	54.40
135	232000	9	0.03	2088000	0.27	3501.77	389.08	1600	2	9	2	0.27	3200	0.24	-301.77
136	233600	6	0.01	1401600	0.18	2350.61	391.77	1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	-750.61
137	235200	2	0.01	470400	0.06	788.91	394.45	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-788.91
138	236800	3	0.01	710400	0.09	1191.41	397.13	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	408.60
139	240000	9	0.03	2160000	0.28	3622.52	402.50	1600	2	9	2	0.27	3200	0.24	-422.52
140	241600	2	0.01	483200	0.07	810.37	405.18	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-810.37
141	243200	1	0.01	243200	0.04	407.87	407.87	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-407.87
142	244800	2	0.01	489600	0.07	821.11	410.55	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	778.90
143	246400	1	0.01	246400	0.04	413.24	413.23	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-413.24
144	248000	1	0.01	248000	0.04	415.92	415.92	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-415.92
145	249600	1	0.01	249600	0.04	418.61	418.60	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-418.61
146	252800	2	0.01	505600	0.07	847.94	423.97	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	752.07
147	259200	2	0.01	518400	0.07	869.41	434.70	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	730.60
148	260800	4	0.01	1043200	0.14	1749.54	437.38	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	-149.54
149	262400	1	0.01	262400	0.04	440.07	440.07	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-440.07
150	270400	3	0.01	811200	0.11	1360.46	453.49	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	239.55
151	273600	1	0.01	273600	0.04	458.86	458.85	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-458.86
152	278400	3	0.01	835200	0.11	1400.71	466.90	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	199.30
153	280000	5	0.01	1400000	0.18	2347.93	469.59	1600	1	5	1	0.14	1600	0.12	-747.93
154	283200	1	0.01	283200	0.04	474.96	474.95	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-474.96
155	284800	2	0.01	569600	0.08	955.28	477.64	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	644.73
156	286400	3	0.01	859200	0.11	1440.96	480.32	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	159.05
157	288000	3	0.01	864000	0.11	1449.01	483.00	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	151.00
158	291200	3	0.01	873600	0.12	1465.11	488.37	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	134.90
159	292800	5	0.01	1464000	0.19	2455.26	491.05	1600	2	5	2	0.27	3200	0.24	744.75
160	294400	1	0.01	294400	0.04	493.74	493.74	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-493.74
161	296000	2	0.01	592000	0.08	992.84	496.42	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	607.17
162	297600	1	0.01	297600	0.04	499.11	499.10	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-499.11
163	300800	4	0.01	1203200	0.16	2017.88	504.47	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	-417.88

Continued on next page...

...continued from previous page.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proporti-onate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of succe-ssful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
164	302400	1	0.01	302400	0.04	507.16	507.15	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-507.16
165	308800	1	0.01	308800	0.04	517.89	517.89	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-517.89
166	312000	2	0.01	624000	0.08	1046.51	523.25	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	553.50
167	313600	1	0.01	313600	0.04	525.94	525.94	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-525.94
168	320000	7	0.03	2240000	0.29	3756.69	536.67	1600	2	7	2	0.27	3200	0.24	-556.69
169	321600	1	0.01	321600	0.05	539.36	539.35	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-539.36
170	324800	1	0.01	324800	0.05	544.72	544.72	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-544.72
171	326400	1	0.01	326400	0.05	547.41	547.40	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-547.41
172	328000	2	0.01	656000	0.09	1100.18	550.09	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	499.83
173	329600	1	0.01	329600	0.05	552.77	552.77	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-552.77
174	331200	2	0.01	662400	0.09	1110.91	555.45	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	489.10
175	336000	1	0.01	336000	0.05	563.51	563.50	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-563.51
176	337600	1	0.01	337600	0.05	566.19	566.19	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-566.19
177	342400	1	0.01	342400	0.05	574.24	574.24	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-574.24
178	344000	1	0.01	344000	0.05	576.92	576.92	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-576.92
179	345600	1	0.01	345600	0.05	579.61	579.60	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-579.61
180	348800	3	0.01	1046400	0.14	1754.91	584.97	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-154.91
181	350400	3	0.01	1051200	0.14	1762.96	587.65	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-162.96
182	352000	4	0.01	1408000	0.18	2361.35	590.34	1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	-761.35
183	356800	1	0.01	356800	0.05	598.39	598.39	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-598.39
184	358400	1	0.01	358400	0.05	601.07	601.07	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-601.07
185	360000	2	0.01	720000	0.10	1207.51	603.75	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	392.50
186	361600	3	0.01	1084800	0.14	1819.31	606.44	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-219.31
187	363200	4	0.01	1452800	0.19	2436.48	609.12	1600	2	4	2	0.27	3200	0.24	763.53
188	368000	1	0.01	368000	0.05	617.17	617.17	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-617.17
189	376000	1	0.01	376000	0.05	630.59	630.59	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-630.59
190	382400	1	0.01	382400	0.05	641.32	641.32	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-641.32
191	387200	1	0.01	387200	0.05	649.37	649.37	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-649.37
192	388800	1	0.01	388800	0.05	652.06	652.05	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-652.06
193	393600	1	0.01	393600	0.05	660.11	660.10	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-660.11
194	395200	1	0.01	395200	0.05	662.79	662.79	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-662.79
195	400000	1	0.01	400000	0.06	670.84	670.84	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-670.84
196	401600	2	0.01	803200	0.11	1347.04	673.52	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	252.97
197	403200	3	0.01	1209600	0.16	2028.61	676.20	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-428.61
198	408000	3	0.01	1224000	0.16	2052.76	684.25	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-452.76
199	409600	2	0.01	819200	0.11	1373.88	686.94	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	226.13
200	411200	1	0.01	411200	0.06	689.62	689.62	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-689.62
201	412800	4	0.01	1651200	0.21	2769.22	692.30	1600	2	4	2	0.27	3200	0.24	430.79
202	422400	1	0.01	422400	0.06	708.41	708.40	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-708.41
203	424000	2	0.01	848000	0.11	1422.18	711.09	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	177.83
204	432000	1	0.01	432000	0.06	724.51	724.50	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-724.51
205	433600	1	0.01	433600	0.06	727.19	727.19	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-727.19
206	435200	2	0.01	870400	0.11	1459.74	729.87	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	140.27
207	436800	1	0.01	436800	0.06	732.56	732.55	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-732.56
208	440000	1	0.01	440000	0.06	737.92	737.92	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-737.92
209	441600	1	0.01	441600	0.06	740.61	740.60	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-740.61
210	443200	1	0.01	443200	0.06	743.29	743.29	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-743.29
211	444800	1	0.01	444800	0.06	745.97	745.97	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-745.97
212	448000	3	0.01	1344000	0.17	2254.01	751.34	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-654.01
213	451200	1	0.01	451200	0.06	756.71	756.70	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-756.71
214	452800	2	0.01	905600	0.12	1518.78	759.39	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	81.23
215	454400	2	0.01	908800	0.12	1524.14	762.07	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	75.87
216	457600	2	0.01	915200	0.12	1534.88	767.44	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	65.13
217	460800	1	0.01	460800	0.06	772.81	772.80	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-772.81
218	462400	1	0.01	462400	0.06	775.49	775.49	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-775.49
219	465600	2	0.01	931200	0.12	1561.71	780.85	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	38.30
220	467200	2	0.01	934400	0.12	1567.08	783.54	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	32.93
221	468800	1	0.01	468800	0.06	786.22	786.22	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-786.22
222	470400	3	0.01	1411200	0.18	2366.71	788.90	1600	1	3	1	0.14	1600	0.12	-766.71
223	472000	1	0.01	472000	0.06	791.59	791.59	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-791.59
224	473600	1	0.01	473600	0.06	794.27	794.27	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-794.27
225	475200	2	0.01	950400	0.13	1593.91	796.95	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	6.10
226	478400	1	0.01	478400	0.07	802.32	802.32	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-802.32
227	480000	3	0.01	1440000	0.19	2415.01	805.00	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	785.00
228	483200	1	0.01	483200	0.07	810.37	810.37	1600	0	0	0	0.00	0	0.00	-810.37
229	484800	1	0.01	484800	0.07	813.06	813.05	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	786.95
230	486400	1	0.01	486400	0.07	815.74	815.74	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	784.27
231	488000	2	0.01	976000	0.13	1636.84	818.42	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-36.84
232	491200	1	0.01	491200	0.07	823.79	823.79	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	776.22
233	492800	3	0.01	1478400	0.19	2479.41	826.47	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	720.60
234	496000	1	0.01	496000	0.07	831.84	831.84	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	768.17
235	497600	1	0.01	497600	0.07	834.52	834.52	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	765.49
236	499200	2	0.01	998400	0.13	1674.41	837.20	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-74.41
237	500800	1	0.01	500800	0.07	839.89	839.89	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	760.12
238	504000	3	0.01	1512000	0.20	2535.76	845.25	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	664.25
239	505600	3	0.01	1516800	0.20	2543.81	847.94	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	656.20
240	507200	3	0.01	1521600	0.20	2551.86	850.62	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	648.15
241	508800	1	0.01	508800	0.07	853.31	853.30	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	746.70
242	510400	1	0.01	510400	0.07	855.99	855.99	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	744.02
243	512000	1	0.01	512000	0.07	858.67	858.67	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	741.34
244	513600	1	0.01	513600	0.07	861.36	861.35	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	738.65
245	515200	1	0.01	515200	0.07	864.04	864.04	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	735.97
246	516800	1	0.01	516800	0.07	866.72	866.72	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	733.29
247	518400	3	0.01	1555200	0.20	2608.21	869.40	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	591.80
248	521600	1	0.01	521600	0.07	874.77	874.77	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	725.24
249	523200	3	0.01	1569600	0.20	2632.36	877.45	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	567.65
250	526400	1	0.01	526400	0.07	882.82	882.82	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	717.19
251	528000	2	0.01	1056000	0.14	1771.01	885.50	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-171.01
252	529600	1	0.01	529600	0.07	888.19	888.19	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	711.82
253	534400	1	0.01	534400	0.07	896.24	896.24	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	703.77
254	544000	1	0.01	544000	0.07	912.34	912.34	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	687.67
255	545600	1	0.01	545600	0.07	915.03	915.02	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	684.98
256	547200	2	0.01	1094400	0.14	1835.41	917.70	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-235.41
257	548800	1	0.01	548800	0.07	920.39	920.39	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	679.62
258	553600	1	0.01	553600	0.07	928.44	928.44	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	671.57
259	555200	1	0.01	555200	0.08	931.13	931.12	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	668.88
260	556800	1	0.01	556800	0.08	933.81	933.80	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	666.20
261	558400	2	0.01	1116800	0.15	1872.98	936.49	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-272.98
262	560000	1	0.01	560000	0.08	939.18	939.17	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	660.83
263	561600	3	0.01	1684800	0.22	2825.57	941.85	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	374.44
264	563200	1	0.01	563200	0.08	944.54	944.54	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	655.47
265	564800	3	0.01	1694400	0.22	2841.67	947.22	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	358.34
266	566400	3	0.01	1699200	0.22	2849.72	949.90	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	350.29
267	568000	4	0.01	2272000	0.29	3810.35	952.59	1600	2	4	2	0.27	3200	0.24	-610.35
268	569600	2	0.01	1139200	0.15	1910.55	955.27	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-310.55
269	571200	1	0.01	571200	0.08	957.96	957.95	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	642.05
270	572800	1	0.01	572800	0.08	960.64	960.64	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	639.37
271	574400	3	0.01	1723200	0.22	2889.97	963.32	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	310.04
272	580800	3	0.01	1742400	0.23	2922.17	974.05	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	277.84
273	582400	6	0.01	3494400	0.45	5860.43	976.74	1600	4	6	4	0.52	6400	0.49	539.58
274	584000	3	0.01	1752000	0.23	2938.27	979.42	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	261.74
275	585600	1	0.01	585600	0.08	982.11	982.10	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	617.90
276	588800	2	0.01	1177600	0.15	1974.95	987.47	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-374.95
277	592000	1	0.01	592000	0.08	992.84	992.84	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	607.17
278	593600	2	0.01	1187200	0.15	1991.05	995.52	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-391.05
279	595200	1	0.01	595200	0.08	998.21	998.20	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	601.80
280	596800	1	0.01	596800	0.08	1000.89	1000.89	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	599.12
281	598400	1	0.01	598400	0.08	1003.58	1003.57	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	596.43
282	600000	1	0.01	600000	0.08	1006.26	1006.25	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	593.75
283	601600	2	0.01	1203200	0.16	2017.88	1008.94	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-417.88
284	603200	1	0.01	603200	0.08	1011.63	1011.62	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	588.38
285	604800	2	0.01	1209600	0.16	2028.61	1014.30	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-428.61
286	606400	1	0.01	606400	0.08	1016.99	1016.99	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	583.02
287	609600	1	0.01	609600	0.08	1022.36	1022.35	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	577.65
288	614400	1	0.01	614400	0.08	1030.41	1030.40	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	569.60
289	616000	3	0.01	1848000	0.24	3099.27	1033.09	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	100.74
290	619200	1	0.01	619200	0.08	1038.46	1038.45	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	561.55
291	620800	2	0.01	1241600	0.16	2082.28	1041.14	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-482.28
292	622400	1	0.01	622400	0.08	1043.83	1043.82	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	556.18
293	624000	1	0.01	624000	0.08	1046.51	1046.50	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	553.50
294	625600	2	0.01	1251200	0.16	2098.38	1049.19	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-498.38
295	627200	2	0.01	1254400	0.16	2103.75	1051.87	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-503.75
296	628800	1	0.01	628800	0.08	1054.56	1054.55	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	545.45
297	633600	2	0.01	1267200	0.17	2125.21	1062.60	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-525.21
298	636800	2	0.01	1273600	0.17	2135.95	1067.97	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-535.95
299	640000	4	0.01	2560000	0.33	4293.35	1073.34	1600	3	4	3	0.39	4800	0.37	506.66
300	643200	3	0.01	1929600	0.25	3236.12	1078.70	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	-36.12
301	644800	1	0.01	644800	0.09	1081.39	1081.39	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	518.62
302	646400	1	0.01	646400	0.09	1084.08	1084.07	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	515.93
303	648000	1	0.01	648000	0.09	1086.76	1086.75	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	513.25
304	649600	2	0.01	1299200	0.17	2178.88	1089.44	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-578.88
305	651200	1	0.01	651200	0.09	1092.13	1092.12	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	507.88
306	652800	2	0.01	1305600	0.17	2189.61	1094.80	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-589.61
307	654400	3	0.01	1963200	0.25	3292.47	1097.49	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	-92.47

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proporti-onate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of succe-ssful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
308	657600	1	0.01	657600	0.09	1102.86	1102.85	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	497.15
309	659200	2	0.01	1318400	0.17	2211.08	1105.54	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-611.08
310	660800	1	0.01	660800	0.09	1108.23	1108.22	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	491.78
311	664000	1	0.01	664000	0.09	1113.59	1113.59	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	486.42
312	665600	2	0.01	1331200	0.17	2232.55	1116.27	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-632.55
313	667200	1	0.01	667200	0.09	1118.96	1118.95	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	481.05
314	670400	1	0.01	670400	0.09	1124.33	1124.32	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	475.68
315	672000	1	0.01	672000	0.09	1127.01	1127.00	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	473.00
316	673600	2	0.01	1347200	0.18	2259.38	1129.69	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-659.38
317	675200	2	0.01	1350400	0.18	2264.75	1132.37	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-664.75
318	676800	1	0.01	676800	0.09	1135.06	1135.05	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	464.95
319	678400	1	0.01	678400	0.09	1137.74	1137.74	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	462.27
320	680000	2	0.01	1360000	0.18	2280.85	1140.42	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-680.85
321	681600	1	0.01	681600	0.09	1143.11	1143.10	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	456.90
322	683200	2	0.01	1366400	0.18	2291.58	1145.79	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-691.58
323	684800	1	0.01	684800	0.09	1148.48	1148.47	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	451.53
324	686400	1	0.01	686400	0.09	1151.16	1151.15	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	448.85
325	692800	3	0.01	2078400	0.27	3485.67	1161.89	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	-285.67
326	694400	1	0.01	694400	0.09	1164.58	1164.57	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	435.43
327	696000	1	0.01	696000	0.09	1167.26	1167.25	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	432.75
328	697600	2	0.01	1395200	0.18	2339.88	1169.94	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-739.88
329	699200	2	0.01	1398400	0.18	2345.25	1172.62	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-745.25
330	700800	1	0.01	700800	0.09	1175.31	1175.30	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	424.70
331	705600	1	0.01	705600	0.09	1183.36	1183.35	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	416.65
332	707200	2	0.01	1414400	0.18	2372.08	1186.04	1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	-772.08
333	708800	3	0.01	2126400	0.27	3566.17	1188.72	1600	2	3	2	0.27	3200	0.24	-366.17
334	710400	1	0.01	710400	0.09	1191.41	1191.40	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	408.60
335	712000	1	0.01	712000	0.09	1194.09	1194.09	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	405.92
336	720000	1	0.01	720000	0.10	1207.51	1207.50	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	392.50
337	721600	1	0.01	721600	0.10	1210.19	1210.19	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	389.82
338	723200	1	0.01	723200	0.10	1212.88	1212.87	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	387.13
339	724800	2	0.01	1449600	0.19	2431.11	1215.55	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	768.90
340	726400	2	0.01	1452800	0.19	2436.48	1218.24	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	763.53
341	728000	1	0.01	728000	0.10	1220.93	1220.92	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	379.08
342	729600	2	0.01	1459200	0.19	2447.21	1223.60	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	752.80
343	731200	1	0.01	731200	0.10	1226.29	1226.29	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	373.72
344	734400	2	0.01	1468800	0.19	2463.31	1231.65	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	736.70
345	740800	1	0.01	740800	0.10	1242.39	1242.39	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	357.62
346	742400	1	0.01	742400	0.10	1245.08	1245.07	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	354.93
347	748800	1	0.01	748800	0.10	1255.81	1255.80	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	344.20
348	750400	1	0.01	750400	0.10	1258.49	1258.49	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	341.52
349	755200	1	0.01	755200	0.10	1266.54	1266.54	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	333.47
350	758400	2	0.01	1516800	0.20	2543.81	1271.90	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	656.20
351	760000	1	0.01	760000	0.10	1274.59	1274.59	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	325.42
352	763200	2	0.01	1526400	0.20	2559.91	1279.95	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	640.10
353	766400	2	0.01	1532800	0.20	2570.65	1285.32	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	629.36
354	769600	1	0.01	769600	0.10	1290.69	1290.69	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	309.32
355	774400	1	0.01	774400	0.10	1298.74	1298.74	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	301.27
356	784000	1	0.01	784000	0.10	1314.84	1314.84	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	285.17
357	785600	1	0.01	785600	0.10	1317.53	1317.52	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	282.48
358	788800	1	0.01	788800	0.10	1322.89	1322.89	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	277.12
359	792000	1	0.01	792000	0.11	1328.26	1328.25	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	271.75
360	795200	1	0.01	795200	0.11	1333.63	1333.62	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	266.38
361	800000	4	0.01	3200000	0.41	5366.69	1341.67	1600	3	4	3	0.39	4800	0.37	-566.69
362	803200	1	0.01	803200	0.11	1347.04	1347.04	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	252.97
363	804800	1	0.01	804800	0.11	1349.73	1349.72	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	250.28
364	812800	1	0.01	812800	0.11	1363.14	1363.14	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	236.87
365	814400	1	0.01	814400	0.11	1365.83	1365.82	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	234.18
366	816000	1	0.01	816000	0.11	1368.51	1368.51	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	231.50
367	819200	1	0.01	819200	0.11	1373.88	1373.87	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	226.13
368	820800	1	0.01	820800	0.11	1376.56	1376.56	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	223.45
369	824000	1	0.01	824000	0.11	1381.93	1381.92	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	218.08
370	828800	2	0.01	1657600	0.21	2779.95	1389.97	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	420.06
371	830400	1	0.01	830400	0.11	1392.66	1392.66	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	207.35
372	832000	1	0.01	832000	0.11	1395.34	1395.34	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	204.67
373	833600	1	0.01	833600	0.11	1398.03	1398.02	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	201.98
374	836800	1	0.01	836800	0.11	1403.39	1403.39	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	196.62
375	840000	1	0.01	840000	0.11	1408.76	1408.76	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	191.25
376	849600	1	0.01	849600	0.11	1424.86	1424.86	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	175.15
377	852800	1	0.01	852800	0.11	1430.23	1430.22	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	169.78
378	864000	1	0.01	864000	0.11	1449.01	1449.01	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	151.00
379	872000	2	0.01	1744000	0.23	2924.85	1462.42	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	275.16
380	875200	1	0.01	875200	0.12	1467.79	1467.79	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	132.22
381	878400	1	0.01	878400	0.12	1473.16	1473.16	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	126.85
382	880000	1	0.01	880000	0.12	1475.84	1475.84	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	124.17
383	888000	1	0.01	888000	0.12	1489.26	1489.26	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	110.75
384	904000	2	0.01	1808000	0.23	3032.18	1516.09	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	167.83
385	905600	1	0.01	905600	0.12	1518.78	1518.77	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	81.23
386	920000	1	0.01	920000	0.12	1542.93	1542.92	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	57.08
387	929600	2	0.01	1859200	0.24	3118.05	1559.02	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	81.96
388	931200	2	0.01	1862400	0.24	3123.42	1561.71	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	76.59
389	939200	2	0.01	1878400	0.24	3150.25	1575.12	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	49.76
390	950400	1	0.01	950400	0.13	1593.91	1593.91	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	6.10
391	953600	1	0.01	953600	0.13	1599.28	1599.27	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	0.73
392	956800	2	0.01	1913600	0.25	3209.28	1604.64	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-9.28
393	960000	3	0.01	2880000	0.37	4830.02	1610.01	1600	1	1	3	0.39	4800	0.37	-30.02
394	963200	1	0.01	963200	0.13	1615.38	1615.37	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-15.38
395	964800	1	0.01	964800	0.13	1618.06	1618.06	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-18.06
396	972800	1	0.01	972800	0.13	1631.48	1631.47	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-31.48
397	984000	1	0.01	984000	0.13	1650.26	1650.26	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-50.26
398	1000000	1	0.01	1000000	0.13	1677.09	1677.09	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-77.09
399	1008000	1	0.01	1008000	0.13	1690.51	1690.51	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-90.51
400	1024000	1	0.01	1024000	0.13	1717.34	1717.34	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-117.34
401	1040000	1	0.01	1040000	0.14	1744.18	1744.17	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-144.18
402	1043200	1	0.01	1043200	0.14	1749.54	1749.54	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-149.54
403	1044800	6	0.01	6268800	0.80	10513.34	1752.22	1600	1	1	6	0.78	9600	0.73	-913.34
			0.00		0.00	0.00		1600	1	6	1	0.14	1600	0.12	1600.00
404	1046400	2	0.01	2092800	0.27	3509.82	1754.91	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-309.82
405	1048000	3	0.01	3144000	0.40	5272.77	1757.59	1600	1	1	3	0.39	4800	0.37	-472.77
406	1051200	1	0.01	1051200	0.14	1762.96	1762.96	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-162.96
407	1059200	1	0.01	1059200	0.14	1776.38	1776.37	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-176.38
408	1070400	1	0.01	1070400	0.14	1795.16	1795.16	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-195.16
409	1086400	1	0.01	1086400	0.14	1822.00	1821.99	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-222.00
410	1096000	1	0.01	1096000	0.14	1838.10	1838.09	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-238.10
411	1100800	2	0.01	2201600	0.28	3692.29	1846.14	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-492.29
412	1121600	2	0.01	2243200	0.29	3762.05	1881.02	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-562.05
413	1126400	2	0.01	2252800	0.29	3778.15	1889.07	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-578.15
414	1136000	1	0.01	1136000	0.15	1905.18	1905.17	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-305.18
415	1152000	1	0.01	1152000	0.15	1932.01	1932.01	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-332.01
416	1155200	1	0.01	1155200	0.15	1937.38	1937.37	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-337.38
417	1158400	1	0.01	1158400	0.15	1942.75	1942.74	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-342.75
418	1160000	1	0.01	1160000	0.15	1945.43	1945.42	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-345.43
419	1161600	3	0.01	3484800	0.45	5844.33	1948.11	1600	1	1	3	0.39	4800	0.37	-1044.33
			0.00		0.00	0.00		1600	1	3		0.14	1600	0.12	1600.00
420	1163200	4	0.01	4652800	0.59	7803.17	1950.79	1600	1	1	4	0.52	6400	0.49	-1403.17
			0.00		0.00	0.00		1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	1600.00
421	1164800	1	0.01	1164800	0.15	1953.48	1953.47	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-353.48
422	1168000	2	0.01	2336000	0.30	3917.69	1958.84	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-717.69
423	1179200	1	0.01	1179200	0.15	1977.63	1977.62	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-377.63
424	1198400	2	0.01	2396800	0.31	4019.65	2009.82	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-819.65
			0.00		0.00	0.00		1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	1600.00
425	1200000	1	0.01	1200000	0.16	2012.51	2012.51	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-412.51
426	1275200	1	0.01	1275200	0.17	2138.63	2138.62	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-538.63
427	1278400	1	0.01	1278400	0.17	2144.00	2143.99	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-544.00
428	1280000	4	0.01	5120000	0.65	8586.70	2146.67	1600	1	1	4	0.52	6400	0.49	-2186.70
			0.00		0.00	0.00		1600	1	4	1	0.14	1600	0.12	1600.00
429	1304000	1	0.01	1304000	0.17	2186.93	2186.92	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-586.93
430	1324800	1	0.01	1324800	0.17	2221.81	2221.81	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-621.81
431	1326400	1	0.01	1326400	0.17	2224.50	2224.49	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-624.50
432	1328000	8	0.03	10624000	1.35	17817.40	2227.17	1600	1	1	8	1.04	12800	0.97	-5017.40
			0.00		0.00	0.00		1600	3	8	3	0.39	4800	0.37	4800.00
433	1329600	1	0.01	1329600	0.17	2229.86	2229.86	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-629.86
434	1336000	1	0.01	1336000	0.17	2240.60	2240.59	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-640.60
435	1360000	1	0.01	1360000	0.18	2280.85	2280.84	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-680.85
436	1368000	1	0.01	1368000	0.18	2294.26	2294.26	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-694.26
437	1379200	1	0.01	1379200	0.18	2313.05	2313.04	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-713.05
438	1395200	2	0.01	2790400	0.36	4679.76	2339.88	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-1479.76
			0.00		0.00	0.00		1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	1600.00
439	1412800	1	0.01	1412800	0.18	2369.40	2369.39	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-769.40
440	1414400	1	0.01	1414400	0.18	2372.08	2372.08	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-772.08
441	1428800	1	0.01	1428800	0.19	2396.23	2396.23	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-796.23
442	1436800	1	0.01	1436800	0.19	2409.65	2409.64	1600	1	1	1	0.14	1600	0.12	-809.65
443	1510400	1	0.01	1510400	0.20	2533.08	2533.08	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	666.93
444	1564800	1	0.01	1564800	0.20	2624.31	2624.31	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	575.70

Continued on next page...

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ ভাদ্র, ১৪৩১

চিনের প্রাচীর গোষ্ঠ পাল

২০শে অগাস্ট ১৮৯৬ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় ফুটবলের শতাব্দীর সেরা সেন্টার ব্যাক গোষ্ঠ পাল। সে যুগে ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে তিনি ‘চীনের প্রাচীর’ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কুমারটুলির হয়ে মাঠে নামেন। ১৯২১ সালে যোগ দেন মোহনবাগানে। টানা ৫ বছর অধিনায়কত্ব করেন ভারতীয় জাতীয় ক্লাবের। ১৯২৪ সালে ভারতীয় জাতীয় দলেরও অধিনায়কত্ব পান। ১৯৩৫ সালে ফুটবলকে বিদায় জানান। তিনিই প্রথম ভারতীয় ফুটবলার যাকে পদ্মশ্রী ভূষণে ভুষিত করা হয়। তার ১১৮তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। মোহনবাগানের গোষ্ঠ পালও ছিলেন আসলে বাঙাল। মোহনবাগানের কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের আদি বাস

সম্পাদকীয়

ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে । অর্থাৎ সেদিক দিয়ে দেখলে এই মোহনবাগানী ফুটবলারটিও আসলে বাঙাল। অবশ্য গোষ্ঠ পাল যখন ফুটবল খেলা শুরু করেন তখন অবশ্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম হয়নি। ২০আগস্ট ১৮৯৬ গোষ্ঠ পালের জন্ম। তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলা শুরু করেন । ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়েসে তিনি কলকাতার কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন এবং ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে খেলেছিলেন। ১৯১২ সালে মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সাহায্যে মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ঠিক তার আগের বছরই অবশ্য মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। অর্থাৎ ফুটবল খেলা শুরু করলেও এই গোষ্ঠপাল ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান দলে ছিলেন না। ১৯১৩ খিস্টাব্দে মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন । এরপর ২৩ বছর ধরে মোহনবাগানের হয়ে তিনি খেলেছেন । তিনি খেলতেন রাইট ব্যাক পজিসনে । তখন মাঠে বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিনি খালি পায়ে আটকে দিতেন। ভারতীয় দল নিয়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) যান । পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েসনের অধিনায়ক নির্বাচিত হবার পরেও তিনি আঘাতের কারণে যেতে পারেন নি । ফুটবলের পাশাপাশি তিনি হকি খেলাতেও দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া তিনি ক্রিকেট ও টেনিসও খেলতেন । ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ।তবে ১৯২১ থেকে টানা ৫বছর তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। দৈনিক ইংলিশম্যান তাঁকে চিনের প্রাচীর অ্যাখ্যা দিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তবে ১৯৬২ সালে গোষ্ঠ পালকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। ফুটবলার হিসেবে তিনিই প্রথম পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন । মোহনবাগান ক্লাব ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মরনোত্তর মোহনবাগান রত্ন দিয়েছে ।ইডেন গাডেন্স ও মোহনবাগান মাঠের সামনে দিয়ে যাওয়া কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিই গোষ্ঠ পাল সরণি এবং ওই রাস্তায় তাঁর একটি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে । মোহনবাগান ক্লাবের ভিতরে রয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত একটি সংগ্রহশালা- গোষ্ঠ পাল সংগ্রহশালা। তাঁর উপর ডাকটিকিটও প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় কি জেমস বন্ড দেখতেন ?

অবশ্যই দেখতেন। শুধু দেখতেন না দারুণ ভালবাসতেন। সন্দীপ রায় নিজে আমাকে বলেছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধচলাকালে সত্যজিৎ ও বিজয়া জেমস বন্ড চলচ্চিত্র ‘ডক্টর নো’ দেখতে গেছিলেন, সে কথাও বলেছিলেন। তাই শন কোনারির এই ছবিটা কয়েক বছর আগে যখন ফেবুতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন বেশ মজা লেগেছিল এটা দেখে যে সেই ছবির মুখটা মানিকবাবুর। ফটোশপ করা। জানি না মানিকবাবু নিজে এসব দেখলে কী বলতেন। যাই হোক কোনারির কথা বলি বরং। তাঁর তো বন্ড হবার কথাই না। জেমস বন্ডের মত উনিও জাতে স্কটিশ, দুজনেই রয়াল নেভিতে ছিলেন, দুজনের চেহারা, উচ্চতা,

সম্পাদকীয়

ওজন একেবারে এক। কিন্তু বন্ড ফেটেসের মত উচ্চবিত্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়েছেন, আর ইনি স্কুলের খরচা চালাতে রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। ১৯৫২ সালে লন্ডনে এলেন মিঃ ইউনিভার্স হতে। বদলে হয়ে গেলেন অভিনেতা। প্রথম সিনেমার জন্য মাত্র দুইদিনে শিখেছিলেন টুইস্ট নাচ। সঙ্গে চলছিল ফুটবল খেলা, সেটা এতটাই ভাল যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে মোটা টাকার অফার এল। কিন্তু ততদিনে ঠিক, তিনি অভিনেতা হবেন। লঙ্গেস্ট ডে ছবিতে অভিনয়ে তাঁর অভিনয় সবার চোখ টানল। অবশেষে ১৯৬১ তে টেরেন্স ইয়ং তাঁকে বন্ড বানানোর কথা ভাবলেন। সব ঠিক ছিল, কিন্তু অসুবিধে একটাই। ভদ্রলোক ঠিক ক্ষ্ম সেক্সিক্ষ্ম নন। দুইবার অডিশন নেওয়া হল। ফেল করলেন। শেষে প্রডিউসার কাবি ব্রকোলি ভুলটা বুঝতে পারলেন। অডিশন টিমে একজনও মহিলা নেই যে। ডেকে আনা হল তাঁর স্ত্রী ডানাকে। ডানা একবার দেখেই বললেন, এই লোককে যদি সেক্সি না বল, তো সেক্সি শব্দের মানেই বদলে দিতে হবে। কি ভাগ্য!! ডানার কথা মেনে নিলেন সবাই। শুরু হল ড. নো- সিনেমার কাজ। কোনারির ঘড়ি কেনার টাকা নেই।

কিংবদন্তী কৌতুক শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মদিনে স্মৃতিচারণা

বিশেষ প্রতিবেদক

তখন তিনি ঢাকায় ছাত্র। পড়েন জগন্নাথ কলেজে। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস খুব স্নেহ করতেন ক্ষুরধার বুদ্ধিমান কিশোরকে। তাঁর জন্মদিনে বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা যখন বাড়িতে আসতেন, ডাক পড়ত ছেলেটির। সে একের পর এক কৌতুক নকশা বলে অমন সব জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপককে বসিয়ে রাখতে পারতেন অন্তত ঘণ্টাখানেক! আমৃত্যু অধ্যাপক বোসের এই স্নেহ অটুট ছিল। ছাত্র যখন নামকরা চিত্রতারকা, তখনও নাকি মাঝে মধ্যেই মাস্টারমশাইয়ের স্নেহের ডাক পেতেন, ‘ওরে ভানু, মাথা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আমার, আয় একটু রস ঢেলে দিয়ে যা!’ সারা জীবনে অন্য কোনও বিষয়ে অহঙ্কার ছিল না, কিন্তু কবি মোহিতলাল মজুমদার, কবি জসীমুদ্দিন, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারদের মতো দিকপাল মাস্টারমশাইদের এই স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে খুব গর্ব করতেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল প্রায়শই শোরগোল ওঠে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানদের শালীনতার সীমা কতটা, তা নিয়ে। বাংলায় নিজে একাই স্ট্যান্ড আপ কমেডিকে তুঙ্গ জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন, সেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বসে একের পর এক স্কিট লিখতেন। তাঁর সঙ্গে কখনও কখনও সে সব কৌতুকাভিনয়ে গলা মিলিয়েছেন কন্যা বাসবী ঘটকও। লেখার পর প্রথমেই বাড়ির সবাইকে শোনাতেন তাঁর নকশা। কন্যা হাসতে হাসতে বলছেন, ‘‘আমাদের পরিবারে চালু একটা ধারণা ছিল, যে সব কৌতুক নকশা শুনে আমরা খুব একটা খুশি হতাম না, সেগুলোই নাকি দারুণ হিট হত!’’ যে সব জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর বসত পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে, সেখানে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ভানুকে নিয়ে। জনপ্রিয়তায় তিনি সমানে সমানে টেক্কা দিতেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়ে আসত সাধারণ মানুষ। বাসবী বাবার কাছ থেকে তাঁর ছেলেবেলার অনেক গল্প শুনেছেন। কনভেন্ট স্কুলে আজীবন লেখাপড়া করে এলেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ভানু স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অবলীলায় মেলামেশা করতেন ঢাকার গাড়োয়ানদের সঙ্গে। তাঁদের বিচিত্র রসবোধ তাঁর বিবিধ নকশার খোরাক জোগাত। তবে তখনও অভিনয়কেই পেশা করবেন বলে ভাবেননি, সেটা এসেছে অনেক পরে। পাড়ায় প্রথম অভিনয় করেন ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে। কলকাতায় চলে আসেন ১৯৪১ সালে, চাকরিতে ঢোকেন। তখন কৌতুক নকশার টুকটাক শো-ও করতেন। ১৯৪৬ সালে প্রথম অভিনয় করেন ‘জাগরণ’ ছবিতে, অপেশাদার নাট্যমঞ্চে প্রথম কাজ ১৯৪৮ সালে ‘নতুন ইহুদি’ নাটকে, পেশাগতভাবে প্রথম মঞ্চাভিনয় ১৯৫০ সালে ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ নাটকে। তার পরেও বহুদিন ‘আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি’তে চাকরির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন ১৫ বছর। একটা সময় অভিনয়ে আরও বেশি সময় দেওয়ার জন্য চাকরি ছাড়েন। ‘বাঙাল’-এর গোঁঃ ভানু ওরফে সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০ সালে, ঢাকায়। তাঁর মা ছিলেন সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করা প্রথম মহিলা স্কুল ইন্সপেকট্রেস, বাবা নবাবি স্টেটের উচ্চপদস্থ চাকুরে।

ছেলেবেলা থেকে প্রখর রাজনীতিসচেতন, ‘অনুশীলন সমিতি’র সদস্য ছিলেন। রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধে শহিদ বিনয়-বাদল-দীনেশ ত্রয়ীর বিনয় ও দীনেশের সঙ্গে দারুণ হৃদ্যতা ছিল তাঁর। বিশেষ করে দীনেশ গুপ্তকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো

করতেন। আজীবন ওঁদের মৃত্যুদিনে রাইটার্সে যেতেন, ছবির সামনে নতজানু হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে আসতেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে গভীর বিশ্বাস ছিল, গর্ব করে বলতেন, ‘আমার মায়ের বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সাম্যময়... আই অ্যাম আ কমিউনিস্ট, আই বেয়ার ইট ইন মাই নেম।’ শিল্পীদের স্বার্থরক্ষায় সংগঠন তৈরি করেছেন অভিনয় জীবনের মধ্যগগনে থাকার সময়েই। ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে যখন ধর্মঘট হয়েছিল, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি ও অভিনেতা ছবি বিশ্বাস যুক্ত হন ‘সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’-এর আন্দোলনে। সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবির রিলিজ নিয়ে জটিলতা তৈরি হলে পরিচালকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দৃঢ়ভাবে। প্রযোজকদের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়নো, প্রথমে ‘অভিনেতৃ সঙ্ঘ’ ও পরে ‘শিল্পী সংসদ’-এর পুরোভাগে থেকে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কারণে একটা সময় বছর পাঁচেক তাঁকে ব্ল্যাক লিস্ট করে দেওয়া হয় চলচ্চিত্র জগতে। কোনও প্রযোজক-পরিচালক সে সময় তাঁকে কাজ দিতেন না। কিন্তু তিনি আপোসের রাস্তায় না হেঁটে ছায়াছবি ছেড়ে জোর দেন জলসা, কৌতুক নকশার রেকর্ড, যাত্রা, বোর্ড থিয়েটারে। তার আগেই চাকরি ছেড়েছেন, তিন সন্তানের পড়াশোনা, সংসার সব কিছু সামলাতে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে, শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু হার মানেননি। তাঁর কৌতুক নকশা যত মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তার এক শতাংশ মানুষও তাঁর জীবনভর সংগ্রামের কথা জানেন না। সর্বোপরি, চিরকাল আড়ালে থেকে গিয়েছে তাঁর ক্ষুরধার মেধা। তাঁর লেখা প্রবন্ধ পড়লে বা পুরনো সাক্ষাৎকারের পাতা উলটোলে তার সামান্য আঁচ পাওয়া যায় মাত্র। নিরলস নিষ্ঠার অপর নাম অভিনয় ভানুর পেশা তো বটেই, নেশাও ছিল। সাফল্য করায়ত্ত হওয়ার পরেও অনুশীলনে ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবতেও পারতেন না। রেডিয়োয় যখন কাজ করা শুরু করেছিলেন, তখন লাইভ টেলিকাস্টের ব্যবস্থা ছিল। মূল অনুষ্ঠানের আগে অন্তত বার চারেক রিহার্সাল দেওয়ার অভ্যেস ছিল তাঁর। লাইভ অনুষ্ঠান যখন উঠে গেল, রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সব ভুল-ত্রুটি সারিয়ে নেওয়াটা হয়ে গেল অনেক সহজ, তখনও নাকি ওই চারদিনই রিহার্সাল দিতে ছুটতেন! নিজেই স্বীকার করেছেন, রেডিয়ো থেকে প্রাপ্ত টাকায় তাঁর গাড়ির তেল খরচাটুকুও উঠত না, বেশিরভাগ সময়ে সহ অভিনেতারাও কেউ আসতেন না, কিন্তু তিনি ঠিক যেতেন। নাটক-যাত্রার মতো মাধ্যম ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। কারণ তৎঙ্ক্ষণাৎ বোঝা যেত দর্শকের পছন্দ-অপছন্দ। খুব সময়ানুবর্তী ছিলেন। আর বাঙাল বলে গর্ব ছিল সাঙ্ঘাতিক! বাসবী বলছেন, ‘‘বাবা প্রতিটি অনুষ্ঠান নাটক বা যাত্রার জন্য মঞ্চে ওঠার আগে খুব ছটফট করতেন, টেনশন হত ওঁর। প্রতিবার মঞ্চে উঠতেন প্রথম দিনের অস্থিরতা নিয়ে। নিজেই বলতেন, ‘যেদিন এটুকু থাকবে না, সেদিন শিল্পী হিসেবে আমি শেষ হয়ে যাব!’’’ পি জি উডহাউসের লেখা আর চার্লি চ্যাপলিনের ছবির খুব বড়ো ভক্ত ছিলেন। যখন নাটক বা সিনেমায় অভিনয় করেছেন, তখনও ভরসা রেখেছেন চার্লির বোধের উপরেই। নিজেই লিখেছেন ‘আমি বিশ্বাস করি, পরিবেশন ঠিকমতো হলে সাধারণ মানুষ সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চার্লি চ্যাপলিনের কোনও ছবিই সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য নয়।’ মনে করতেন সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরার একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায় প্রতিটি শিল্পীর, তিনি তাঁর কৌতুক নকশা বা নাটকের মাধ্যমেও সে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন আজীবন।

মানসী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী-পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে

‘মানসী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী- পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে। কবিতাটির শেষে গিয়ে তিনি বলছেন- অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা। এখানে পুরুষের চোখে নারী কবির নিজস্ব মতামত। একটা ‘ এসে যাচ্ছে। তার মানে নারী কি অন্যের অধীন ? সাপেক্ষ হয়েই বেঁচে থাকবে ? মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতা লিখছেন তখন তিনি ৩৪ বছরের যুবক ১৩০২ বঙ্গাব্দ, ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষে, বঙ্কিমের মৃত্যুর কিছু পরে। এই রবীন্দ্রনাথই তার দ্বিগুণ বয়সে গিয়ে লিখলেন (১৯২৯) উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’। সেখানে নারীর দুঃসাহসী যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে ৩৫ বছর আগেকার নারীকে চেনা যায় না, চেনা যায় না আগের রবি-ঠাকুরকেও। কবি লিখছেন, -- কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। তারি রথ নিত্যই উধাও.দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে তোমা হতে বহুদূরে মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলামফিরিবার পথ নাহি দূর হতে যদি দেখ চাহি পারিবে না চিনিতে আমায়। হে বন্ধু বিদায়।

এরও আট বছর পর ‘কালান্তের প্রবন্ধে (১৯৩৭) তিনি লিখছেন, নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে। প্রাণকে পোষণ করে। রবীন্দ্রনাথ যখন ‘মানসী কবিতা লিখছেন, প্রায় সমসাময়িক কালে স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে লিখছেন, ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর- একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তাতে সাড়া দিয়ে আটাশ বছরের পূর্ণ যুবতী তেত্রিশের এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে নিজেকে নিবেদন করলেন বলা ভাল, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বঙ্গদেশে নারী জাগরণ ও নবজাগরণে মহতী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীবাদীদের প্রচেষ্টায় ৮ই মার্চ দিনটিকে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব নারী দিবস হিসাবে পালন করে চলেছে। ২০১৮ সালে নারী দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘ is now - Rural and Urban activists transforming women's lives'। ‘ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাধারণ সভায় (৭ অক্টোবর, ১০১৮) মাতৃশক্তির উত্থান ও সম্মানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৈদিক যুগ ছিল নারীবাদেরও সুবর্ণযুগ। ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা,প্রমুখ নারী ঋষির নাম পাওয়া যাচ্ছে উপনিষদের যুগে সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদিনী নারী গার্গী, মৈত্রেয়ীর নাম জানা যায় রামায়ণ মহাভারতের যুগে মহিয়সী নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, কুন্তি।

, দ্রৌপদীর নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান মেলে।

‘ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী-র গল্প আছে। ঋষি যাবেন বাণপ্রস্থে, সব সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীকে ভাগ করে দিতে চান। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করছেন, নাথ ! আপনি কেন যাচ্ছেন ?

প্রসঙ্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

‘সুনীল মোটে একবেলা লেখে’

শক্তিদা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, তা’ও রক্ষে, সুনীল মোটে একবেলা লেখে, দু’বেলা লিখলে সে যে কী দাঁড়াত! কখনও সখনও সুনীলদা’র সামনে কথাটা হলে সুনীলদা ওঁর ট্রেডমার্ক মার্কা হাসিটা হাসতেন হুঁ হুঁ করে। এক-একবার মৃদু প্রতিবাদও করতেন, তা হলে মদটা খাওয়া হত কখন? দিনে একবেলা করে লিখে এবং বেড়ানোর দিনগুলোয় কোনও বেলা না লিখেও সুনীলদা যে সম্ভার রেখে গেছেন, তা শুনি আয়তনে ছাপিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্র রচনাবলীকেও। শেষ দিকে এ নিয়ে কিছু বললে একটু হাসি-হাসি লজ্জা-লজ্জা ভাব আসত মুখে। স্বভাবত স্বাভাবিক ওঁর এই মুখটা দেখলে আরও ভাল লেগে যেত ওঁকে। এত লিখে এত নাম করেও এত ভাল মানুষ থেকে যাওয়া লোক তো বেশি হয় না। গতকাল, গত পরশুর কথা না, সেই কবেকার ১৯৭২-এর। একটা ইংরেজি কাগজের জন্য সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম ওঁর। খুব আক্ষেপ করছিলেন যে, বড্ড বেশি লেখা হয়ে যাচ্ছে। ‘ ধারাবাহিক, সাপ্তাহিক কলাম, ‘ ‘ পুজো সংখ্যার উপন্যাস, নানা পত্রপত্রিকায় কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বললেন, কী মনে হয় জানো, মানিকবাবুর ‘ ইতিকথা’র মতো একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারলে সব লেখা বন্ধ করে দেব।লেখা বন্ধ দূরে থাক, বাকি চল্লিশ বছর ধরে সুনীলদার লেখা শুধু বেড়েই চলল, বেড়েই চলল। ‘ ইতিকথা’ হয়তো হল না, কিন্তু ওই সময়ই ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’ বা ‘ মতো সুবৃহ, সুলিখিত, সুগবেষিত, সুনন্দ উপন্যাস তিনি লিখে ফেলেছিলেন। ‘আমিই সে’, ‘তোমার তুলনা তুমি’, ‘রাণু ও ভানু’ ।
বা ‘ নিঃসঙ্গ সম্রাট’-এর মতো দাগ কাটা উপন্যাস, অজস্র নিবন্ধ-প্রবন্ধ, কয়েকটি নাটক এবং অসংখ্য কবিতাও তিনি লিখলেন।

...continued from previous page.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant Before Rounding off	Allocation per Applicant After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
445	1600000	2	0.01	3200000	0.41	5366.69	2683.34	1600	1	1	2	0.27	3200	0.24	-2166.69
			0.00		0.00	0.00		1600	1	2	1	0.14	1600	0.12	1600.00
446	1627200	1	0.01	1627200	0.21	2728.97	2728.96	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	471.04
447	1667200	1	0.01	1667200	0.22	2796.05	2796.04	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	403.96
448	1673600	1	0.01	1673600	0.22	2806.78	2806.78	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	393.23
449	1705600	1	0.01	1705600	0.22	2860.45	2860.44	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	339.56
450	1745600	1	0.01	1745600	0.23	2927.53	2927.53	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	272.48
451	1790400	1	0.01	1790400	0.23	3002.67	3002.66	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	197.34
452	1857600	1	0.01	1857600	0.24	3115.37	3115.36	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	84.64
453	1859200	1	0.01	1859200	0.24	3118.05	3118.04	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	81.96
454	1876800	1	0.01	1876800	0.24	3147.57	3147.56	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	52.44
455	1883200	1	0.01	1883200	0.24	3158.30	3158.30	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	41.71
456	1920000	2	0.01	3840000	0.49	6440.03	3220.01	3200	1	1	2	0.27	6400	0.49	-40.03
457	1993600	1	0.01	1993600	0.26	3343.45	3343.45	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-143.45
458	2001600	1	0.01	2001600	0.26	3356.87	3356.86	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-156.87
459	2033600	1	0.01	2033600	0.26	3410.53	3410.53	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-210.53
460	2080000	1	0.01	2080000	0.27	3488.35	3488.35	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-288.35
461	2137600	1	0.01	2137600	0.27	3584.95	3584.95	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-384.95
462	2203200	1	0.01	2203200	0.28	3694.97	3694.96	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-494.97
463	2281600	1	0.01	2281600	0.29	3826.45	3826.45	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-626.45
464	2324800	1	0.01	2324800	0.30	3898.90	3898.90	3200	1	1	1	0.14	3200	0.24	-698.90
465	2555200	1	0.01	2555200	0.33	4285.30	4285.30	4800	1	1	1	0.14	4800	0.37	514.71
466	2556800	1	0.01	2556800	0.33	4287.99	4287.98	4800	1	1	1	0.14	4800	0.37	512.02
467	2596800	1	0.01	2596800	0.33	4355.07	4355.07	4800	1	1	1	0.14	4800	0.37	444.94
468	2636800	1	0.01	2636800	0.34	4422.15	4422.15	4800	1	1	1	0.14	4800	0.37	377.86
469	2654400	1	0.01	2654400	0.34	4451.67	4451.67	4800	1	1	1	0.14	4800	0.37	348.34
470	2656000	2	0.01	5312000	0.68	8908.70	4454.35	4800	1	1	2	0.27	9600	0.73	691.31
471	2657600	24	0.08	63782400	5.59	106966.48	4457.03	3200	1	1	24	3.30	76800	5.65	-30168.90
			0.00		0.00	0.00		1600	19	24	19	2.47	30400	2.29	30400.00
GRAND TOTAL		32564	100.00	791848000.00	100.00	1328000.00					741.00	100.00	1328000.00	100.00	0.00

The Board of Directors of the Company at its meeting held on Monday, August 26, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants. The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the email ids / address of the investors as registered with the depositories on or before Tuesday, August 27, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks have been processed on Tuesday, August 27, 2024 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within 10 days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE EMERGE Platform within 3 working days from the Closure of the Offer. The trading is proposed to commence on Wednesday, August 28, 2024, subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE.

Note: All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Offer, Cameo Corporate Services Limited at www.cameoindia.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

CAMEO

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED
"Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India.
Telephone: +91 444 002 0700, 442 846 0390; **Facsimile:** N.A.; **Email:** ipo@cameoindia.com; **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya; **Website:** www.cameoindia.com
Online Investor Portal: https://wisdom.camcoindia.com; **SEBI Registration Number:** INR000003753; **CIN No:** U67120TN1998PLC041613

For QVC EXPORTS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Date: August 26, 2024
Place: Kolkata

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF QVC EXPORTS LIMITED.

QVC EXPORTS LIMITED is proposing, subject to market conditions, an initial public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus dated August 15, 2024 with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata ("**ROC**"). The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.kslindia.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www.qvcgroup.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 22 of the Prospectus, which has been filed with the ROC.

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 22 of the Prospectus before making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act, 1933 ("**Securities Act**") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. Persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act.

KIRIN ADVISORS

আরজি কর-কাণ্ডে গর্জে উঠল পিংলার পটশিল্পীদের তুলি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ আগস্ট ঃ আরজিকর-কাণ্ডের বিচার চেয়ে গান বাঁধলেন ও ছবি আঁকলেন পিংলার পট শিল্পীরা! আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে গান বাঁধলেন পটুয়ারা। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলছে পটে ছবি আঁকাও। তাঁরা বলছেন, 'চিকিৎসক হোক, নার্স হোক বা সাধারণ মেয়ে, তাঁরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তাঁদের নিরাপত্তা চাই। গান ও পটচিত্রের মাধ্যমে আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটুয়ারা গান বেঁধেছেন, 'আরজি করে ধর্ষণ হলেন ডাক্তার দিদিমণি। ধর্ষণ করে হত্যা করল শয়তান মুখোশধারী। আরজি করে ধর্ষণ হলেন...। ডাক্তার হলেন আমাদের দ্বিতীয় ভগবান ডাক্তার আমাদের বাঁচান যে প্রাণ। পৃথিবী জুড়ে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' আওয়াজ উঠিলো। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সবাই রাস্তায় নামিলো...।' পটচিত্র শিল্পী বাহাদুর চিত্রকরের নেতৃত্বে দিনরাত রিহার্সাল করছেন বাহারজান চিত্রকর, রূপসোনা চিত্রকর, চাঁদনী চিত্রকর, নাজিরা চিত্রকর, সাবিনা চিত্রকর সহ অন্যান্য শিল্পীরা। কেউ দলবদ্ধ ভাবে, আবার কেউ এককভাবে আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে গান ও পটচিত্র আঁকছেন। এটাই তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা। পটচিত্র শিল্পী বাহাদুর চিত্রকর বলেন, 'শিল্পীরা প্রতিবাদ না করলে সমাজ তাঁদের ক্ষমা করবে না। এমন একটা ঘটনায় আমরা বসে থাকতে পারি না। সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষের সঙ্গে আমরাও চাই, যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। সমাজের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমাজকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি। এ বারও তার অন্যথা হবে না। গান ও পটচিত্রের মাধ্যমে আমরা দোষীদের শাস্তি চাইছি। গোটা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে আমরাও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি জানান, 'দিল্লির নির্ভয়ার ঘটনার পরেও আমরা প্রতিবাদের গান বেঁধেছিলাম, প্রতিবাদের ছবিও এঁকেছিলাম। এ বারও আমরা থেমে নেই। গান লিখেছি, ছবিও আঁকছি। পটের গান ও ছবির মাধ্যমে আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' পিংলার পটচিত্র শিল্পী রূপসোনা চিত্রকর বলেন, 'আমরাও মহিলা। হাসপাতালের মধ্যে চিকিৎসকেরা নিরাপদ নয়। আমরা সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকবো কী করে! এই ঘটনার প্রতিবাদ তো সকলেরই করা উচিত। দোষীরা কঠোর শাস্তি না পেলে সমাজে এ ঘটনা বন্ধ হবে না।'

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে চমক! উৎসবের মরশুমে চালু হচ্ছে সিংহ সাফারি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ উৎসবের মরশুমের হাত ধরে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ সাফারি চালু হচ্ছে। সেজন্য জোরকদমে কাজ চলছে সেখানে। বর্ষার জন্য এখন জঙ্গল ওসাফারি পার্ক বন্ধ রয়েছে। পুজোর আগেই খুলে যাবে। তবে সাফারি খুললেই সুরজ ও তনয়ার দর্শন মিলবে না। সিংহ সাফারির জন্য দীপাবলী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে রাজ্য জু অথরিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারিতে মূলতঃ বাঘ দেখতেই যেতেন দর্শকরা। এর আগে সেখানে সিংহ ছিল না। দর্শকদের জন্য সিংহ সাফারি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য জু অথরিটি। সেজন্য গত ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা থেকে আকবর নামে একটি সিংহ ও সীতা নামে সিংহী নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু আকবর ও সীতা নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বেঙ্গল সাফারিতে আপত্তি তোলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। নাম বদলের দাবি তোলেন তাঁরা। এই বিতর্কের জলআদালত পর্যন্ত গড়ায়। কোর্টের নির্দেশে সিংহ দম্পতির নাম পরিবর্তন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনের নয়া নামকরণ করেন। আকবর এখন সুরজ নামে পরিচিত। সীতা এখন তনয়া। বর্ষার জন্য ১৫ জুন থেকে জঙ্গল বন্ধ রয়েছে। সাফারি পার্ক ও জাতীয় উদ্যানগুলিতেও দর্শক প্রবেশ বন্ধ। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় খুলে যাবে জঙ্গল ও সাফারি পার্কগুলি। পুজো পড়েছে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। বনদফতর রাজ্য জু অথরিটির সূত্রে খবর, নাম জটে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ দর্শনের সুযোগ থমকে গিয়েছিল। জট কাটতেই দর্শকদের জন্য সিংহ সাফারির কাজ জোরকদমে চলছে। কাজ প্রায় শেষের মুখে। দীপাবলির মধ্যে সিংহ সাফারি চালু হয়ে যাবে।

ভুয়ো আবগারি আধিকারিক গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট ঃ আবগারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে চলছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকার তোলাবাজি। এতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শক্তিগড় এলাকার বহু ব্যবসায়ী। গত ২৩ আগস্ট এক ব্যবসায়ী অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে শক্তিগড় থানার পুলিশ। রবিবার রাতে পুলিশের পাতা জালে গ্রেপ্তার হয় ভুয়ো আবগারি আধিকারিক। ধৃতের নাম শুভেন্দু কুমার, সে মেমারী থানার অন্তর্গত পলসার বাসিন্দা। সোমবার তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। অভিযোগ, শুভেন্দু বেশ কিছু দিন ধরেই শক্তিগড় এলাকায় নিজেকে আবগারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি চালাচ্ছিল হোটেল ব্যবসায়ী সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে। প্রত্যেককে ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা চাইতো, না দিতে চাইলে আবগারি আইনে মামলা করা হবে তাদের বিরুদ্ধে বলে হুমকি দিত সে। শক্তিগড় থানা সূত্রে জানা গেছে, শক্তিগড় থানার হীরাগাছির বাসিন্দা স্বরস্বতী লোহার থানায় লিখিত অভিযোগ করে যে, অবৈধভাবে মদ বিক্রি করছে এই অজুহাত তুলে শুভেন্দু মোটা টাকা দাবী করে। তিনি ওতো টাকা দিতে পারবেন না বলে শক্তিগড় থানার দারস্থ হন। এদিকে শক্তিগড় থানার পুলিশ তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে শুরু করে। তাতে বিনা নম্বর প্লেটের বাইকে ঘোরা এক ব্যক্তিকে সনাক্ত করে পুলিশ, রবিবার রাতে একটি হোটেল তোলাবাজি করার সময় হাতেনাতে পুলিশ তাকে ধরে। আটক করে নিয়ে যায় থানায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় যে, সে পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি চালাচ্ছিল। প্রসঙ্গত, শক্তিগড়ে ধৃত শুভেন্দু কুমারের নামে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী ও মন্তেশ্বর থানায় বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ দায়ের রয়েছে।

জামালপুরে শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের জন্মদিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট ঃ জামালপুরের চকদিঘীর শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয় চকদিঘী সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশন এর প্রতিষ্ঠাতা সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের জন্মদিবস পালন করা হলো এদিন। ব্লকের অন্যতম প্রাচীন একটি স্কুল এটি। প্রসঙ্গত সারদা প্রসাদ সিংহরায় ছিলেন এলাকার জমিদার। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে তার ছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তারই অনুপ্রেরণায় সারদা প্রসাদবাবু ১৮৫৭ সালে চকদিঘীতে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আজ জন্মাষ্টমীর শুভ দিন সারদা প্রসাদবাবুর জন্মদিন । এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত এর কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সভা দে, বিশিষ্ট সমাজসেবী আজাদ রহমান বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রমেশ দত্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সংগঠনের সভাপতি সাহেব আলী, প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান ওয়েলের অফিসার জয়দেব মান্না, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীরা, বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, মেহেমুদ খান সহ উপস্থিত অতিথিরা। পরে অতিথিরা সারদা প্রসাদ সিংহরায় ও বিদ্যাসাগরের ছবিতে মাল্যদান করেন। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাজেশ্বর দে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। হয় গান, নাচ, আবৃত্তি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান। সকলের জন্য দুপুরে খিচুড়ি, আলুরদম, চাটনি, পাঁপড় ও পায়েস খাবার ব্যবস্থা ছিল। সকলের সাথে বসে সেখানে মধ্যাহ্নভোজ সারেন বিধায়ক। মেহেমুদ খান বলেন গ্রাম বাংলার বুকে এত প্রাচীন একটি স্কুল এবং যিনি এটির প্রতিষ্ঠাতা তিনিও একজন মহানগুনী মানুষ ছিলেন। তিনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন এই মহান স্কুলকে সঠিক ভাবে তাদেরকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি সকলকে একজোট হয়ে কাজ করার কথা বলেন। আলোকবাবু বলেন এই স্কুলে কাজ করা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি বলেন সরকার সবরকম ভাবে স্কুল গুলিকে সাহায্য করছেন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার দিকে খেয়াল রাখার কথা বলেন। জয়দেব মান্না তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানি থেকে বিদ্যালয়ের ছেলেদের খাওয়ার জন্য ডাইনিং রুম, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য অত্যাধুনিক টয়লেট ও জলের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মেহেমুদবাবু ও অলোকবাবু দুজনেই প্রাক্তনীদের এই প্রয়াসের প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাজেশ্বর দে বলেন প্রতিবছরের মতো এবছরও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের জন্মদিন পালন করা হলো। এমন একজন গুনী, কৃতি মানুষের প্রতিষ্ঠা করা স্কুলের গৌরব তারা বজায় রাখবেন বলে জানান। আজকের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লব বিশ্বাস।

ভূতনিতে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ আগস্ট ঃ মালদার মানিকচকের ভূতনিতে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি, সোমবার দুপুর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর জলস্তর আবারও বেড়েছে প্রায় ছয় সেন্টিমিটার, যা হয়েছে ২৫.২০ মিটার। জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা, এমন পরিস্থিতিতে বন্যার জলে জলমগ্ন এলাকা থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করতে তৎপর ভূমিকায় মালদা জেলা প্রশাসন। সোমবার সাত সকালে মানিকচকে হাজির মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলাশাসক, এসডিও সহ মানিকচক ব্লকের বিডিও, আইসি, বিএমওএইচ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সমস্ত আধিকারিকেরা। উনারা পরিদর্শন করেন মথুরাপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফাঁকা ময়দান । ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় তড়িঘড়ি ভূতনির জলমগ্ন এলাকায় থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করার।

লোকো পাইলটের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা একাধিক হাতির

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ আগস্ট ঃ ডাউন ধুবরি- শিলিগুড়ি ডেমু এক্সপ্রেসের লোকো পাইলটের সতর্কতার কারণে সোমবার হাসিমারা ও মাদারিহাটের জঙ্গলের একাধিক হাতির প্রাণ বাঁচল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডাউন ধুবরি-শিলিগুড়ি ডেমু এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট সোমবার সকালে দেখেন রেলের ট্র্যাকে বহু হাতি এসে পড়েছে। এই হাতির পালের মধ্যে একটি শাবকও ছিল। লোকো পাইলট তৎক্ষণাত ট্রেন থামিয়ে হাতিদের ট্র্যাক থেকে সরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। হাতিগুলো ট্র্যাক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ট্রেনটি আরও এগিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই পশুপ্রেমীরা লোকো পাইলটের প্রশংসা করেন।

মাদক ট্যাবলেট-সহ আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ আগস্ট ঃ বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট-সহ এক যুবককে আটক করেছে জেলা পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রোহিত মির্ধা। তিনি মেছপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সোমবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করবে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে জেলার মেন্দাবাদি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এই সময় সন্দেহজনক অবস্থায় ধরা পড়ে ওই যুবক। ওই যুবককে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এর পরে পুলিশ এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে এবং যুবককে গ্রেফতার করে। এদিন অভিযুক্ত যুবককে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

হাসপাতাল চত্বর পরিস্কার করতে পুরনিগমের বিশেষ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে বিশেষ অভিযান। গত ২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এই অভিযান। ১৫ দিন ধরে চলবে এবং কিছু দিন অন্তর অন্তর চলতে থাকবে এই অভিযান। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাফ-সাফাইয়ের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবার। সেক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান খুঁজতে আগামীতে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে হবে বৈঠকও। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে এমনটাই জানালেন রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তিনি জনান, প্রাথমিকভাবে পুরনিগমের তরফে একটা চুক্তি ভিত্তিতে অভিযান শুরু হয়েছে। তবে স্থায়ী সমাধান খুঁজে বার করাটা চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য গৌতম দেবের। তিনি জানান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু করা হবে। তবে সেটাও স্থায়ী সমাধান নয়।

নোটিশ

যে আমার মক্কেল শান্তিনগর হাউজিং কলোনি, ২সি, নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়ায় বসবাসরত প্রয়াত মুরারি আগরওয়ালের ছেলে সম্পত আগরওয়াল শান্তিনগর হাউজিং কলোনি, ফ্ল্যাট নং ৩০৬, তৃতীয় তলা, বিল্ডিং নং ১১১-এ সম্পত্তির আসল শেয়ার সার্টিফিকেট এবং NOC সার্টিফিকেট হারিয়েছেন। প্রিমিসেস নং. ২সি, নেতাজি সুভাষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া ৭১১২০৪ এবং ১৭-০৮-২০২৪ তারিখের G D. এন্ট্রি নং ১৪০৬-এর মাধ্যমে বউবাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাইহোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

শিলিগুড়ি শহরে একাধিক ই-রিক্সা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ২৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি শহরে একটি ব্যাটারি চুরির ঘটনায় দ্বীপ ছেত্রী নামে এক অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করেছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর অভিযুক্ত কে আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। দ্বীপ ছেত্রী ছিল জেল হেফাজতেই। এদিকে সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ই-রিক্সা চুরির ঘটনা ঘটছিল। ঠিক এরকমই ই- রিক্সা চুরির ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ি থানার খালপাড়া আউটপোস্ট এলাকাতেও। এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে বিভিন্ন সূত্র কে কাজে লাগিয়ে দ্বীপ ছেত্রীর নাম পায়। এরপর পুলিশ জানতে পারে দ্বীপ ছেত্রী বর্তমানে রয়েছে শিলিগুড়ি সংশোধনাগারে। শিলিগুড়ি খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ ওই রিক্সা চুরির ঘটনার তদন্তের স্বার্থে দ্বীপ ছেত্রীকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে অনুরোধ করে। দ্বীপ ছেত্রীর বাড়ি শিলিগুড়ির জ্যোতিনগর এলাকায়। আদালতের কাছে অনুরোধ করায় অবশেষে খালপাড়া আউটপুস্টের পুলিশ দ্বীপ ছেত্রীকে হেফাজতে পায়। চার দিনের জন্য দ্বীপকে হেফাজতে পায় খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ। ই-রিক্সা চুরির ঘটনার তদন্তে দ্বীপকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালায় খালপাড়া আউটপোস্টের তদন্তকারী অফিসারেরা। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ জানতে পারে একটি দুটি নয় বেশ কয়েকটি ই-রিক্সা চুরির ঘটনায় মাস্টার মাইন্ড এই দ্বীপ। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে মোহাম্মদ জাহিরুল আলম ও জয় সরকার নামে দুই ব্যক্তির কাছে দ্বীপ ইরিক্সা গুলি বিক্রি করতো। এরপর খালপাড়া আউটপোস্ট এর পুলিশ বিধাননগর থেকে জয় সরকার কে গ্রেফতার করে এবং মোঃ জাহিরুল আলম কে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত জয় এবং জাহিরুলের হেফাজত থেকে দুটি চোরাই ইরিক্সা উদ্ধার করে খালপাড়া আউট পোস্টের পুলিশ। ধৃত দুজনকেই সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে পুনরায় পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায় খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ। খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশের আশা ধৃত দুজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে শিলিগুড়ি শহর থেকে চুরি যাওয়া আরও বেশ কিছু ই- রিক্সা উদ্ধার সম্ভব হবে।

মাটিগাড়ার একটি শপিংমলে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ মাটিগাড়ার একটি শপিংমলে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম উজ্জল মণ্ডল ও ধিরাজ রজক । ধৃতদের মধ্যে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত ছিল একসময় বলে জানা গেছে । ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। চলতি মাসের ২১ তারিখ দুই যুবক তাদের দুই বান্ধবীর সঙ্গে রাতে শপিংমলে গিয়েছিলেন । গভীর রাতে ওই মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকা একটি বারের বার্থডে পার্টিতে যোগ দিতে যান তারা । অভিযোগ, লিফ্টে ওঠার সময় কিছু যুবক ওই দুই তরুণীদের গায়ে হাত দেয় বলে অভিযোগ । প্রতিবাদ করতে গেলে তরুনীদের দুই বন্ধুকে বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । মারধরের জেরে এক যুবকের একপাশের চোখও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অন্য যুবকের পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। এরপর ২২ তারিখ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় ওই যুবকদের তরফে । এরপরই ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার রাতে ওই শপিংমল থেকেই অভিযুক্ত ধীরাজ ও উজ্জ্বলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেছ খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ওই দুইজন ছাড়াও মারধরের ওই ঘটনায় আরও কে কে জড়িত সেই ব্যাপারে তল্লাশি করছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR ATTENTION TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED

(CIN: L17232WB1980PLC032819)

Registered Office: GROUND FLOOR, 5A, LITTLE RUSSELL STREET KOLKATA-700071; Email: jkk@kankariagroup.com; Website: https://binodjute.com/

Offer for acquisition of up to 22400 (Twenty Two Thousand and Four Hundred) fully paid-up equity shares of face value of Rs 10/- each (Rupees Ten) each ("Equity Share") representing 4.05% (Four decimal zero five percent) of the **BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED** ("Target Company") listed on The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE), from all the Public Shareholders of the Target Company by Ms. Poonam Dugar ("Acquirer") (Authorized and acting on behalf of all the Acquirers/Promoter Group).

This Corrigendum to the Detailed Public Announcement (DPA) is being issued by Gretex Corporate Services Limited, the Manager to the Delisting Offer ("Manager" or "Manager to the offer") for and on behalf of the Acquirer, in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended ("SEBI Delisting Regulations").

This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Detailed Public Announcement dated August 23, 2024 that was published in all the edition of 'Financial Express (English)', and Kolkata Edition of 'Duranto Bharta (Bengali)'. This corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPA was published. Capitalized terms used but not defined in this corrigendum shall have the meaning assigned to such capitalized terms in the DPA.

In relation to the DPA, the public shareholders of the Target Company are requested to take note of the following developments/ amendments:

1.Update on the Revised Timetable for the offer:

ACTIVITY	DAY AND DATE
Initial Public Announcement	April 29, 2024
Resolution for approval of the Delisting Proposal passed by the board of directors the Company	May 03, 2024
Resolution For approval of Delisting Proposal passed by Public Shareholders of the Company	
Date of receipt of the CSE In-Principle approval	August 21, 2024
Specified Date for determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer is sent**	August 23, 2024
Date of publication of Detailed Public Announcement	August 23, 2024
Last Date for dispatch of Letter of Offer/ Bid Forms to Public Shareholders as of Specified Date	August 27, 2024
Last Date of Publication of recommendation by committee of Independent Directors of the Company	August 28, 2024
Bid Opening Date	August 30, 2024
Last Date for upwards revision or withdrawal of bids	September 04, 2024
Bid Closing Date	September 05, 2024
Last Date of announcement of Counter Offer	September 09, 2024
Last date for Public Announcement regarding success or failure of the Delisting Offer	September 09, 2024
Settlement Date #	September 12, 2024

***The Specified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer will be sent. However, all Public Shareholders are eligible to participate in the Delisting Offer by submitting their bid in Acquisition Window Facility to a stock broker registered with the Stock Exchanges on or before Bid Closing Date.*

#Subject to acceptance of the Discovered Price or offer of a price higher than the Discovered Price by the Acquirer.

Note: All dates are subject to change and depend on, inter alia, obtaining the requisite statutory and regulatory approvals, as may be applicable. Changes to the proposed timetable, if any, will be notified to Public Shareholders by the Manager to the Offer for and on behalf of the Acquirer by way of corrigendum in all the newspapers in which the DPA was published.

2. Details regarding Escrow Account AND Bank Guarantee:

In accordance with the provisions of the Regulation, the Acquirer has deposited a sum of Rs. 50,24,320/- (Rupees Fifty Lacs Twenty-Four Thousand Three Hundred and Twenty Only) in a separate Escrow Account titled "BINOD JUTE & FIBRE LIMITED - EXIT OFFER: ESCROW ACCOUNT" with Canara Bank, Address: 303, Kolkata Canning street, PIN 700001 and issued a Bank Guarantee dated June 21, 2024 to the Manager to the offer in the name and style of Gretex Corporate Services Limited executed with HDFC Bank Ltd at Dalhousie Branch, Jardine House, 4 Clive Row, Kolkata- 700001, West Bengal, being an amount more than 100% of estimated consideration payable pursuant to the Reverse Book-Building Process at the Floor Price and the Manager to the offer has been duly authorized to operate the account.

3. Details of Buying Broker:

The Public Shareholders may submit their bids after completing the Bid form, through an on-line electronic system a facility provided by Bombay Stock Exchange Limited.

The Company has opened a Special Depository account (the "Special depository Account), details of which are as follows:

Trading Member	Gretex Share Broking Limited
Special Depository Account Name	Binod Jute and Fibre Limited- Depository Escrow Account
Name of the Depository Participant	Gretex Share Broking Limited
Name of the Depository	CDSL
Depository Participant Identification Number	IN304543
Client Identification Number	10002632

OTHER INFORMATION:

1. Except as detailed in this Corrigendum, all other terms, conditions and contents of the DPA remain unchanged. The aforementioned developments and amendments shall be incorporated in the Letter of Offer to be sent to the Shareholders.
2. This Corrigendum is expected to be available on the website of the Company at **https://binodjute.com**

ISSUED ON BEHALF OF THE ACQUIRER BY THE MANAGER TO THE OFFER

GRETEX CORPORATE SERVICES LIIMTED
(Formerly Known as Gretex Corporate Services Private Limited)
A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (w), Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013
Website: www.gretexcorporate.com;
Email: info@gretexgroup.com
Phone: 022 4002 5273, 9836821999
CIN: L74999MH2008PLC288128

REGISTRAR TO THE OFFER

NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata
Ph. No: (033) 2280 6616 / 6617 / 6618
Fax No. (033) 2286619,
E-Mail : nichetechpl@nichetechpl.com,
Contact Person: Mr. ASHOK SEN

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৯৮, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/২৮/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ওএফসি রুম এবং ইআই/পিআই স্টেশনে রিলে রুম, পাওয়ার রুমে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,০২,৪০,৫৬৩.৬৪ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৪,৫১,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৯.০৯.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজঃ** যে কোনও কাজ যার মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম/ অটোমেটিক ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেমের ব্যবস্থা বা রক্ষণাবেক্ষণ অথবা যে কোনও সিগন্যালিং কাজ যার মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম/অটোমেটিক ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেমের ব্যবস্থা সমপ্রকৃতির কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে।

SDAH-165/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নংঃ ১৩৩_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** কন্ট্র্যাক্টরের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) এবং গ্যান্ট্রি দ্বারা হাওড়া ডিভিসন সিটিআর (পি)-১৫.২৯২ টিকেএম, লোকেশন বালি-ব্যান্ডেল আপ-২ ১৯.৪১৮-২১ = ১.৫৮২ কিমি., কাটোয়া-আজিমগঞ্জ আপ ১০৮.৬০০-১২২.৩১০=১৩.৭১০ কিমি, মোট সিটিআর (পি)-১৫.২৯২ টিকেএম এবং টিএসআর (পি)-৩৫.১২২ টিকেএম, লোকেশন-ব্যান্ডেল-শক্তিগড়-আরইভি এমএল ৪৭.৩২৭-৫৫=৭.৬৭৩ কিমি, বালি-শক্তিগড় ডাউন-১ ১৮.৯৮৪-২১=২.০১৬ কিমি, ডাউন-১ ২২-২৩=১ কিমি., ডাউন-১ ২৪.২৫০-২৭ = ২.৭৫০ কিমি., ডাউন-১ ২৯-৩৩=৪ কিমি., ডাউন-১ ৩৪.৫০০-৩৭=২.৫০০ কিমি., আপ-১ ২২-২৭ = ৫ কিমি., আপ-১ ৩১.১৪৫-৩২=০.৮৫৫ কিমি., আপ-১ ৩২.৫৮২-৩৩.১৬৫=০.৫৮৩ কিমি., আপ-১ ৩৩.৩০৫-৩৭=৩.৬৯৫ কিমি., খানা-সাঁইথিয়া ডাউন ৫৮-৬২.০৫০=৪.০৫০ কিমি., আপ ৫২-৫৩=১ কিমি.। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১২,৪৬,১৮,০১৮.৮৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭,৭৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-240/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ম্যাথু ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ 'রাজকমল ভবন', ১২৮ রাশবিহারী অ্যাভিনিউ, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ইমেইলঃ mers.ltd@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.mersl.co.in
CIN: L74910WB1994PLC064483

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ম্যাথু ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-তে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('MCA') দ্বারা জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার সহ পড়া) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে লেনদেন ব্যবসার এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে সেট আউট সদস্যদের ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার বা এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের লাইভ ওয়েবকাস্ট দেখার সুবিধা দেওয়া হবে।

১. এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ প্রেরণ ঃ
MCA এবং SEBI সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ AGM-এর নোটিশ সেই সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার / এজেন্ট-এর সাথে নিবন্ধিত। ডিপোজিটরি A.G.M এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ এছাড়াও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mersl.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ BSE LIMITED-এর ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com।

২. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতিঃ
যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরির সাথে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে এবং ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে বিশদ সহ কোম্পানির কাছে লিখিতভাবে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (পরিচয় প্রমাণ হিসাবে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) এবং আধার (ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) MCS শেয়ারে ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড mcssta@rediffmail.com এ অথবা কোম্পানিতে mers.ltd@gmail.com এ।

৩. ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিঃ
কোম্পানিটি এনএসডিএলের কাছ থেকে পরিষেবাটি গ্রহণ করেছে যাতে তার সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধা দেওয়া হয়। উপরন্তু, কোম্পানিটি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যারা সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্রগুলি উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএমের নোটিশে দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারে।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
ম্যাথু ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের
জন্য
স্বা /-
রাজশ্রী মুন্ধরা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৪

বিজ্ঞান - পরিবেশ

ডারউইনের দেখানো পথে ছুটছে শতবর্ষী একটি জাহাজ, কিন্তু কেন

বিবর্তনবাদ ও প্রকৃতির নানা রহস্য উন্মোচনের জন্য বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন আলোচিত এক নাম। এইচএমএস বিগল নামের একটি জাহাজে চড়ে ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন ডারউইন। সেই অভিযানের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রাণী ও উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী সময়ে দুনিয়া কাঁপানো সব তত্ত্ব প্রকাশ করেন তিনি। ডারউইনকে সম্মান জানিয়ে এইচএমএস বিগলের মতো দেখতে এক জাহাজে করে সমুদ্র ভ্রমণ করছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। ডারউইনের বিখ্যাত যাত্রাপথ অনুসরণ করে ছুটে চলা জাহাজটির নাম ওস্টারস্কেলডি। গত বছরের আগস্টে যুক্তরাজ্যের ডেভনের প্লাইমাউথ থেকে দুই বছরের জন্য সমুদ্রে যাত্রা শুরু করেছে ১০৭ বছর বয়সী পুরোনো জাহাজটি। জাহাজে থাকা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০০ জন তরুণ প্রকৃতি সংরক্ষণবাদীকে অনলাইনে প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। আর তাই বিশ্বের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ক্লাসরুম বলা হচ্ছে এই অভিযানকে। ডারউইন ২০০ নামের একটি কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ভ্রমণের পাশাপাশি অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এই কর্মসূচির প্রতিষ্ঠাতা স্টুয়ার্ট ম্যাকফারসন বলেন, 'আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা তরুণ প্রকৃতি সংরক্ষণবাদীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাঁরা যেন আগামী দিনের বিশ্বকে পরিবর্তনের জন্য কাজ করেন, সে জন্যই এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে গালাপাগোসের সামুদ্রিক ইগুয়ানাস থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার তোতাপাখির মতো বিভিন্ন বিষয় তরুণদের শেখানো হচ্ছে।' গত মে মাসে জাহাজটি ইকুয়েডরের গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছে। গ্যালাপাগোস দ্বীপ বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের চিন্তাধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, গ্যালাপাগোস দ্বীপে থাকা প্রাণীদের প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করে বিবর্তন বিষয়ে 'অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস' নামের আলোচিত বই প্রকাশ করেন ডারউইন। বিজ্ঞানীদের একটি দল এরই মধ্যে হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির গেকো পুনরাবিষ্কার করেছে। আরেকটি দল ব্রাজিলের উপকূলে অক্টোপাসের একটি প্রজাতির সম্পূর্ণ নতুন আচরণের তথ্য প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে ১০টি নতুন প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণী আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। জাহাজটি বর্তমানে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর চারপাশে ভ্রমণ করলেও এ বছরের শেষ নাগাদ নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাবে।

প্রথমবারের মতো মহাশূন্যে হাঁটার সুযোগ পাচ্ছেন চার বেসরকারি ব্যক্তি

সাধারণত মহাকাশ গবেষণা কিংবা অভিযানে বিভিন্ন দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিরা অংশ নেন। ফলে চাইলেও অন্য কোনো ব্যক্তি মহাকাশ ভ্রমণ করতে পারেন না। মার্কিন মহাকাশ পর্যটন প্রতিষ্ঠান ভার্জিন গ্যালাকটিক বাণিজ্যিকভাবে মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ দিলেও মহাশূন্যে হাঁটার সুযোগ পান না পর্যটকেরা। এবার ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের মাধ্যমে চার বেসরকারি ব্যক্তি প্রথমবারের মতো মহাশূন্যে হাঁটার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন। আগামীকাল স্পেসএক্সের তৈরি ড্রাগন ক্যাপসুল মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাবেন তাঁরা। স্পেসএক্সের তথ্য মতে, পোলারিস ডন নামের এ অভিযানে শিফটফোর পেমেন্টসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যারেড আইজ্যাকম্যান, মার্কিন বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্কট কিড পোটিটসহ স্পেসএক্সের দুই প্রকৌশলী সারাহ গিলিস ও আনা মেনন সোমবার মহাকাশে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তাঁরা। পাঁচ দিনের এ অভিযানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি উচ্চতায় ভ্রমণ করবেন নভোচারীরা। মহাশূন্যে হাঁটা সহজ নয়, আর তাই গত দুই বছর ধরে বিশেষভাবে হাঁটার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি স্পেসএক্সের নতুন স্পেস স্যুটও পরবেন তাঁরা। এ বিষয়ে আইজাকম্যান জানিয়েছেন, নতুন স্পেস স্যুট ব্যবহার করব আমরা। এই অভিযান ভবিষ্যতের স্পেস স্যুটের নকশা তৈরিতে কাজে আসবে। স্পেসএক্সের তথ্য মতে, ড্রাগন ক্যাপসুল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ ৮৭০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় ভ্রমণ করবে। এই অভিযানে স্পেসএক্সের স্টারলিঙ্ক উপগ্রহ ব্যবহার করে কয়েক ডজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও চালানো হবে।

১১২ বছর বয়সে পা রেখেছেন জন টিনিসউড

জন টিনিসউড আজ সোমবার ১১২ বছর বয়সে পা রেখেছেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের খাতায় তাঁর নাম উঠেছে। তিনি বলেছেন, দীর্ঘায়ু পাওয়ার পেছনে বিশেষ কোনো গোপন রহস্য নেই। ১৯১২ সালের ২৬ আগস্ট যুক্তরাজ্যের লিভারপুরে জন্মগ্রহণ করেন জন টিনিসউড। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে তিনি বলেন, কেন এত লম্বা সময় বেঁচে আছেন, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাঁর। লিভারপুল ফুটবল দলের ভক্ত টিনিসউড। তিনি সাউথপোর্টের একটি বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস করেন। এ বছরের এপ্রিলে ১১৪ বছর বয়সী হুয়ান ভিসেন্ট পি রেজ মোরার মৃত্যু হলে টিনিসউড বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের খাতায় নাম লেখান। তিনি বলেন, তরুণ বয়সে তিনি অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক হাঁটাহাঁটি করতেন। তবে তাঁর বিশ্বাস, অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম নন তিনি। জন টিনিসউড বলেন, 'আপনি হয়তো লম্বা সময় বাঁচবেন, নয়তো কম সময় বাঁচবেন। এ ব্যাপারে আপনি খুব বেশি করতে পারবেন না।' যে বছর টাইটানিক জাহাজ ডুবে যায়, সে বছর টিনিসউডের জন্ম। তিনি বলেন, 'জীবনের পথচলায় অন্য যেকোনো বিষয়ের মতো ১১২ বছর বয়সে পদার্পণকে স্বাভাবিকভাবেই নেব। আমি এত লম্বা সময় ধরে কেন বেঁচে আছি, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। এর পেছনে কোনো বিশেষ রহস্যও নেই।' পছন্দের ক্লাব লিভারপুল প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর টিনিসউডের জন্ম। ১৯০১ ও ১৯০৬ ছাড়া ক্লাবটির জেতা সব কটি ট্রফির ম্যাচ উপভোগ করেছেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন টিনিসউডের বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় তিনি ২৭ বছর বয়সে পা রাখেন। আর্মি পে কর্পে প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল অসহায় সেনাদের অবস্থান খুঁজে বের করা এবং খাদ্য সরবরাহের তত্ত্বাবধান করা। ১৯৪২ সালে বিয়ে করেন জন টিনিসউড। তাঁর স্ত্রীর নাম ব্লডওয়েন। তাঁদের কন্যা সুজানের জন্ম ১৯৪৩ সালে।

১৯৮৬ সালে ব্লডওয়েনের মৃত্যুর আগপর্যন্ত এ দম্পতি ৪৪ বছর সংসার করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জন টিনিসউড জ্বালানি কেম্পানি শেল ও বিপিতে হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি অবসর নেন। টিনিসউড বলেন, প্রতি শুক্রবার কিছুটা মাছ ও চিপস খাওয়া ছাড়া তিনি বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে চলেননি।

রেললাইনে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন এই ব্যক্তি, অবশেষে সামনে থামল ট্রেন

অনেকে কাজের চাপ বা মানসিক চাপে ভুগছেন। কোনোভাবেই ঘুম আসছে না। অথচ সে সেময় ঘুমটা খুব প্রয়োজন। কারণ, ঘুমালে আপনি সেই চাপ থেকে মানসিকভাবে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি পাবেন। আবার নিজেকে কিছুটা চাঙাও মনে হবে। আর যদি হয় ভাতঘুম, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সেই ঘুম হতে পারে বিছানায়, হতে পারে চেয়ারে বসেই বা গাছের ছায়ায়, সড়কের ধারে। তাই বলে রেললাইন নয় নিশ্চয়। কিন্তু এমনই এক ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রয়াগরাজ শহরে। রেললাইনের মাঝখানে ছাতামাথায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এক ব্যক্তি।

এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল পোস্ট করা সেই ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ট্রেনের চালক লোকটিকে রেললাইনে দেখতে পেয়ে ট্রেন থামান। এরপর তিনি চালকের আসন থেকে নেমে হেঁটে তাঁর কাছে গিয়ে লাইন থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেন। তবে ঘটনাটি কবের, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে ছিলেন না। সেখানে ঘুমানোটা তাঁর কাছে বেশ আরামদায়ক মনে হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা ওই ভিডিও প্রায় আট লাখ বার দেখা হয়েছে। এর নিচে অনেকে বিভিন্ন মন্তব্যও করেছেন। একজন লিখেছেন'পাগল'। একজন লিখেছেন ওই ব্যক্তি 'মদ্যপ অবস্থায়' ছিলেন। আরেকজন বিষয়টির গুরুতর তদন্ত করে যথাযথ রেল নিরাপত্তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

আরেকজন মজা করে লিখেছেন, ওই ব্যক্তি আসলে 'নিজের জীবনটাকে ট্র্যাকে ফেরাতে চেষ্টা' করেছেন। শুধু চলতি বছরেই ভারতজুড়ে অনেকগুলো রেল দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছিলেন, 'ট্র্যাকে পরে থাকা বস্তুর কারণে' চলতি মাসে কানপুরের কাছে একটি সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য আরেকটি ঘটনা হলো, গুলজার শেইখ নামের একজন ইউটিউবার প্রচার পেতে এবং ভারতীয় রেলওয়ে ও যাত্রীদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে রেললাইনে বিভিন্ন জিনিস ফেলে রাখতেন। পরে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) তাঁকে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের খানদ্রোলি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সন্ধান মিলল ম্যাগমা মহাসাগরের অবশিষ্টাংশের

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ম্যাগমা মহাসাগরের অবশিষ্টাংশের খুঁজে পেয়েছে ভারতের চন্দ্রযান-৩। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতে চাঁদের দক্ষিণ মেরু তরল গলিত শিলা বা ম্যাগমা মহাসাগরে আবৃত ছিল। এই ম্যাগমা থেকেই প্রায় সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে চাঁদের পৃষ্ঠ তৈরি হয়েছে। গত বছরের আগস্টে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে ভারতের চন্দ্রযান-৩। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর তথ্য অজানা থাকায় অবতরণের পর থেকেই চাঁদের রহস্যময় এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে চন্দ্রযানটি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে চাঁদ তৈরি হয়েছে। তখন পৃষ্ঠ শীতল হতে শুরু করলে ফেরোয়ান অ্যানর্থোসাইট নামক একটি হালকা খনিজ পৃষ্ঠে ভেসে ওঠে। এই ফেরোয়ান অ্যানর্থোসাইট মূলত গলিত শিলা, যার মাধ্যমেই পরে তৈরি হয় চাঁদের পুরো পৃষ্ঠ। চন্দ্রযান৩ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ফেরোয়ান অ্যানর্থোসাইটের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিক সাময়িকী নেচারে চাঁদের গঠন নিয়ে এক গবেষণাপত্রে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী সন্তোষ ভাদাওয়ালে জানিয়েছেন, পুরো অভিযান বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে রোভারটিকে চাঁদের চারপাশে ঘোরানো দারুণ এক অভিজ্ঞতা। চাঁদের প্রাথমিক বিবর্তনের তত্ত্ব বেশ শক্তিশালী। ভারতের মিশনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো প্রোগ্রামের মাধ্যমে চাঁদের মধ্য অক্ষাংশে ম্যাগমা মহাসাগরের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। চন্দ্রযান-৩ মিশনে থাকা রোভারযান 'প্রজ্ঞান' গত বছরের আগস্টে ১০ দিন ধরে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অনুসন্ধান করেছিল। জানা গেছে, প্রজ্ঞান রোভারযান আলফা কণা এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই রোভারযানের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা প্রায় চার শ কোটি বছর আগে চাঁদে বিশাল উল্কা আক্রমণের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। সেই আক্রমণের ফলে চাঁদের দক্ষিণ মেরু-আইটকেন অববাহিকা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটি সৌরজগতের বৃহত্তম গর্তগুলোর মধ্যে একটি।

মহাকাশে পৃথিবীর চেয়ে ২৭ হাজার গুণ বড় রহস্যময় বস্তুর সন্ধান পেয়েছে নাসা

মহাকাশে ঘণ্টায় ১০ লাখ মাইল গতিতে ছুটে চলা এক রহস্যময় বস্তুর সন্ধান পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। পৃথিবীর চেয়ে ২৭ হাজার গুণ বড় এই গতিশীল বস্তু আমাদের ছায়াপথের মধ্য দিয়ে এত দ্রুত ছুটছে যে এটি শিগগিরই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে বের হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, পৃথিবী থেকে ৪০০ আলোকবর্ষের বেশি দূরে অবস্থান করছে বস্তুটি। এক আলোকবর্ষ ছয় ট্রিলিয়ন মাইলের সমান হয়, সেই হিসাবে ৪০০ আলোকবর্ষ কত ট্রিলিয়ন মাইল সমান, তা মাথায় আসবে না সহজে। বিশেষজ্ঞরা এখনো এই মহাজাগতিক বস্তুটি কী, তা নির্ধারণ করতে পারেননি। অনুমান করা হচ্ছে, বস্তুটি একটি একটি বাদামি বামন নক্ষত্র। এই নক্ষত্র গ্রহের চেয়ে বড় হলেও ভর কম হতে পারে। যদি বস্তুটি আসলেই বাদামি বামন হয়, তাহলে বস্তুটিকে প্রথম বিশৃঙ্খল ও গতিশীল কক্ষপথ যুক্ত বস্তু হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে।নাসার 'ব্যাকইয়ার্ড ওয়ার্ল্ডস প্ল্যানেট ৯' প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবী জ্যোতির্বিদেরা প্রথম মহাকাশীয় এই বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এ বিষয়ে ব্যাকইয়ার্ড ওয়ার্ল্ডস প্রকল্পের সদস্য মার্টিন কাবাটনিক বলেন, 'আমি উত্তেজনার মাত্রা বর্ণনা করতে পারব না। আমি প্রথম দেখেছিলাম এটি কত দ্রুতগতিতে চলছে। আমার তখন ধারণা ছিল, এই বস্তুর তথ্য ইতিমধ্যেই শনাক্ত করা হয়েছে।'জ্যোতির্বিজ্ঞানী কাইল ক্রেমারের মতে, বেশ কয়েকটি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের মাধ্যমে এই বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করা যায়। একটি তত্ত্বে সিডব্লিউআইএসই জে১২৪৯ বস্তুকে দুই তারকা বা বাইনারি স্টার সিস্টেমের অংশ হিসেবে বলা হচ্ছে। দুই তারকার মধ্যে শ্বেত বামন তারকা সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরণের পরে বাদামি বামন মুক্তভাবে ছুটতে থাকে। আরেকটি তত্ত্বে বলা হচ্ছে, বস্তুটি গ্লোবুলার ক্লাস্টার নামে পরিচিত একটি টাইট ক্লাস্টারের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়। কোনো একটি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোলের টানের মাধ্যমে মুক্ত হয় বস্তুটি। নাসার ব্যাকইয়ার্ড ওয়ার্ল্ডস প্রকল্পে বিশ্বের নানা প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবীরা ওয়াইড-ফিল্ড ইনফ্রারেড সার্ভে এক্সপ্লোরার টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। বাদামি বামন হিসেবে নথিভুক্ত করা সবচেয়ে ছোট বস্তু হিসেবে মনে করা হচ্ছে রহস্যময় বস্তুটিকে।

ইসরায়েলে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালাবে হিজবুল্লাহ

তেহেরান, ২৬ আগস্টঃ লেবানন-ইসরায়েল সীমান্ত এলাকাজুড়ে আজ রবিবার ভোররাত পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে ইরানপন্থী সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি বাহিনী। যদিও গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকেই দেশটির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে হিজবুল্লাহ। তবে আজকের এ হামলা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখে নেওয়া যাক এদিন ভোরে কী ঘটেছে। আসলে কী ঘটেছে আজ ভোররাতে দক্ষিণ লেবাননে হামলা চালায় ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান। ইসরায়েল বলছে, তাদের ওপর হামলা চালানোর জন্য হিজবুল্লাহর রকেট উৎক্ষেপণ ব্যবস্থাগুলো তৈরি করা হচ্ছিল। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে এ হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীজানতে পারে, আজ ভোর পাঁচটার দিকে মধ্য ইসরায়েলে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালাবে হিজবুল্লাহ। তাই এর আধা ঘণ্টা আগে ১০০টি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে লেবাননে হিজবুল্লাহর ওপর হামলা চালানো হয়। এদিকে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, গত মাসে তাদের নেতা ফুয়াদ শুকরকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে উত্তর ইসরায়েলে রকেট ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। কেউ কি আহত হয়েছেন লেবাননের বার্তা সংস্থা এনএনএ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দেশটির দক্ষিণে কাসিমিয়া এলাকায় ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে খিয়াম শহরে ইসরায়েলের বিমান হামলায় একজন নিহত হন।

Name Change
I SREEPARNA MAJUMDER GHOSH, W/O ABHIJEET GHOSH, R/O 3/31, MAHESH COLONY , PO MAHESH , SERAMPORE, HOOGHLY -712202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SREEPARNA MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT SREEPARNA MAJUMDER GHOSH AND SREEPARNA MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rajesh Agarwal S/o. Bijay Kumar Agarwal R/o. 105/15, Girish Ghosh Road, P.O.- Liluah, P.S.- Belur, Dist.- Howrah, Pin-711204 shall henceforth be known as Rajesh Kumar Agarwal. I declare that Rajesh Kumar Agarwal and Rajesh Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Motiare Rahaman Mandal S/o. Jalil Mandal R/o. Vill.- Sahapur, P.O.- Haldipara, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin-741502 shall henceforth be known as Motiar Rahaman Mondal. I declare that Motiar Rahaman Mondal and Motiare Rahaman Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Nemai Paul S/o. Gurudas Paul R/o. Milangar Paul Para, Panihati, P.O.- Natagarh, P.S.- Ghola, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700113 shall henceforth be known as Nimai Paul. I declare that Nimai Paul and Nemai Paul is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah on 01-08-2024.

Name Change
I, Papia Pramanik D/o Late Nisi Kumar Pramanik W/o Jhantu Halder, presently residing at 4/4/, Thakurtala Road, Sil Para, Barisha, Kolkata – 700008, W.B. Dist – South 24 declare that in my daughter's Birth Certificate my name has been registered as Papia Halder (Mother) instead of Papia Pramanik as mentioned in my Aadhaar Card, Passport and marriage Certificate. Papia Halder and Papia Pramanik both are same and one identical person i.e. myself, the mother of my daughter Prateeti Halder vide affidavit dated 21.08.24 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata.

Name Change
I MD OBAYDUR RAHAMAN MONDAL, S/O MUJIBAR RAHAMAN MONDAL, R/O SURJAPUR, SURYAPURHAT, BARUIPUR, PS BARUIPUR, PIN-743372, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS OBAYDUR RAHAMAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/08/2024, THAT OBAYDUR RAHAMAN MONDAL AND MD OBAYDUR RAHAMAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Shahbuddin (old name) S/O Ali Hassan, residing at 46 Jaya Bibi Road, Ghusuri, Howrah, Pin-711107, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sahabuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sahabuddin (new name) and Shahbuddin (old name) both are same identical person.

Name Change
I BENA SHAH MAITHIL, W/O LATE ANKIT MAITHIL, R/O BL-C, 3-FR, FL-3, 1/1, SASHI SEKHAR BOSE ROAD, PO:- BHAWANIPORE,PS:- KALIGHAT, KOLKATA -700025, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BENA SHAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT BENA SHAH MAITHIL AND BENA SHAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARUP BHATTACHARYA, S/O LATE UPENDRA NATH BHATTACHARYA, R/O 48, PURBA SINTHEE LANE, SOUTH DUMDUM (M), GHUGHUDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700030, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUP KUMAR BHATTACHARYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT ARUP KUMAR BHATTACHARYA AND ARUP BHATTACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SADHAN KUMAR GHOSH,SON OF BIMALKRISHNA GHOSH, RESIDING AT PATABUKA NATAGRAM, GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS -743249, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADHAN GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024. THAT SADHAN KUMAR GHOSH AND SADHAN GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Amir Ali (old name) S/O Latif Ali, residing at Vill.- Kagajipara, P.O.- Mahanad, Dist.- Hooghly, Pin-712149 , West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Amir Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Amir Ali (new name) and Amir Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, ALOKA GAYEN & ALOKA MONDAL,WIFE OF RABINDRANATH MONDAL, RESIDING AT ANANDAPALLY, PO- GOURANGA NAGAR PS- NEW TOWN, BIDHANNAGAR - 700159,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOKA MONDAL GAYEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT ALOKA GAYEN & ALOKA MONDAL ALSO ALOKA MONDAL GAYEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SUJOY KUNDU,SON OF RAMESH KUND, RESIDING AT 15/1C RAJA MANINDRA ROAD, KOLKATA - 700037,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJAY KUNDU,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT SUJOY KUNDU AND SUJAY KUNDU BOTH ARE THE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sadhna Prasad D/o. Rama Prasad Residing at - 27, P.W.D. Road, Baranagar (M), Dist.- 24 pgs(N), Pin-700035, W.B., India shall henceforth be known as Sadhana Prasad. I declare that Sadhana Prasad and Sadhna Prasad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Musakarim Mallick, S/o Late Chatai Mallick, resident of Vill. Komthana, P.o- Baruipara, P.S- Palashipara, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741156 do hereby declare that I have changed my name from Musakarim Mallick to Mochhakarim Mallick and henceforth I shall be known as Mochhakarim Mallick in all purpose, vide affidavit No. 82 sworn before the Notary Public at Tehatta on 22.08.2024. Mochhakarim Mallick and Musakarim Mallick both are same and identical person.

Name Change
I, (Old Name) MONIRUDDIN MONDAL S/o- KABIL KHAN, Residing at, Vill- Bilaspur, Post- Bilaspur, Ps- Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MONIRUDDIN MONDAL To MANIRUDDIN KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANIRUDDIN KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MANIRUDDIN KHAN and MONIRUDDIN MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AIJUDDIN MONDAL S/o- ABDUL MOJID MONDAL, Residing at, Vill- Tiktikipara Dakshinpara, Post- Nagrajole, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AIJUDDIN MONDAL To MD AIJUDDIN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD AIJUDDIN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MD AIJUDDIN MONDAL and AIJUDDIN MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AYESHA SIDDIKA BEGUM W/o- MD AIJUDDIN MONDAL, Residing at, Vill- Tiktikipara Dakshinpara, Post- Nagrajole, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AYESHA SIDDIKA BEGUM To AYESHA SIDDIKA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AYESHA SIDDIKA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, AYESHA SIDDIKA BIBI and AYESHA SIDDIKA BEGUM both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) FIROZA BIBI W/o- ABDUL WAHAB, Residing at, Vill- Anantapur, Post- Mohurul, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FIROZA BIBI To FIROZA BEGAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FIROZA BEGAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, FIROZA BEGAM and FIROZA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SINTU ALI S/o- NURJAN SEKH, Residing at, Vill- Hossain mahajanpara(Kesharpur), Post- Mothabari, Ps- Mothabari, Dist- Malda, Pin- 732207, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SINTU ALI To MD SINTU ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SINTU ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MD SINTU ALI and SINTU ALI both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ISRAIL SK S/o- HARUN ALI MONDAL, Residing at, Vill- Raipur, Post- Raipurmirpur, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ISRAIL SK To ISRAIL MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ISRAIL MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, ISRAIL MONDAL and ISRAIL SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ANUWAR SK S/o- ISRAIL MONDAL, Residing at, Vill- Raipur, Post- Raipurmirpur, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANUWAR SK To ANUWAR MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANUWAR MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, ANUWAR MONDAL and ANUWAR SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SERAJUL SK S/o- NASARAT SEKH, Residing at, Vill- Jagnnathpur, Post- Jagnnathpur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SERAJUL SK To MD SIRAJUL SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SIRAJUL SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MD SIRAJUL SEKH and SERAJUL SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RINA MISTRY W/o- KALI SHANKAR MISTRI, Residing at, Vill- Chaltia, Post- Chaltia, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RINA MISTRY To RINA RAY MISTRY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RINA RAY MISTRY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, RINA RAY MISTRY and RINA MISTRY both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SUSANTA KUMAR HALDAR S/o- KARTTIK HALADAR, Residing at, Vill- Nandanpur, Post- Nandanpur, Ps- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUSANTA KUMAR HALDAR To MADHAI HALADAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MADHAI HALADAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MADHAI HALADAR and SUSANTA KUMAR HALDAR both are Same and one identical person.

কল্যাণী থানা থেকে নিখোঁজ বৃদ্ধকে উদ্ধার করল নিউবারাকপুর থানার পুলিশ

নিউবারাকপুর, ২৬ আগস্ট ঃ দুর্ঘটনায় বার্ধক্যে স্মৃতি শক্তি হারিয়েছে। চলাফেরা ও সঠিকভাবে দিকনির্ণয় করতে পারে না। সকালে বাড়িতে স্নান করে গায়ে গামছা দিয়ে বাথরুম থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারপর আচমকাই পথ ভুলে ট্রেনে করে কল্যাণী স্টেশন। সেখান থেকে হাঁটা পথে কল্যাণী স্টেডিয়াম এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে জনৈক এক মহিলা থানা বৃদ্ধ কে রাখেন। পরিবারের তরফে দীর্ঘ খোঁজাখুজি। খুঁজে না পেয়ে পরিবারের লোকজন স্থানী এলাকা সহ মধ্যমগ্রাম, এয়ারপোর্ট থানা চত্বরে মাইকিং করে সোশাল মিডিয়া ছবি দিয়ে পোস্ট করে। পরিবারের তরফে নববারাকপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। থানার ওসির নির্দেশে থানার সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার, অফিসার রা নিখোঁজ বৃদ্ধ ছবি দিয়ে উদ্ধারে তৎপর হন বিভিন্ন রেল স্টেশন থানা চত্বরে। অবশেষে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তব্যরত পুলিশ তদন্তে নেমে নিখোঁজ বৃদ্ধর সন্ধান পেয়েই তার ছেলে কে সাথে নিয়ে. রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৬২ ঘন্টার মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ও রবিবার রাতে উদ্ধার করে মধ্যমগ্রাম গ্রামীন হাসপাতালে মেডিক্যাল করার পর

পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম আগাপুর নতুন বাজার বাসভবনে পৌঁছে দিয়ে আসে পুলিশ। জানা গিয়েছে ২৩ আগস্ট শুক্রবার সকাল ১১ টায় বাথরুমে স্নান করে গায়ে গামছা জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। ভুল হাটা পথে আচমকাই নববারাকপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কল্যাণী স্টেশনে। সেখান থেকে কল্যাণী স্টেডিয়াম ঘোরাঘুরি করতে দেখে জনৈক মহিলা কল্যাণী থানায় বৃদ্ধ কে নিয়ে যান। পরিবারের তরফে নব বারাকপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরির পর পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার রাতে কল্যাণী থানার মারফত যোগাযোগ করে বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে তার চিকিৎসা সেবা শুশ্রষা করিয়ে বাসভবনে পৌঁছে দিয়ে আসে। নিখোঁজ বৃদ্ধ র নাম নগেন্দ্রনাথ মজুমদার। বয়স ৮৫ বছর। বাড়ি পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম আগাপুর নতুন বাজার এলাকায়। বাড়িতে তার স্ত্রী, একমাত্র ছেলে রয়েছে। তার দুই মেয়ে বিবাহিত। নিখোঁজ বাবাকে ফিরে পেয়ে উদ্ধার কাজে নিউবারাকপুর থানার ওসি সহ কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক দের প্রশংসিত করেন তার একমাত্র ছেলে সুজন মজুমদার। বলেন আমরা ভীষণ খুশি নিখোঁজ ডায়েরির পর পুলিশ যেভাবে উদ্ধার কাজে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সহযোগিতা করেছেন চিরকৃতজ্ঞ ও অভিনন্দন জানাই পুলিশ প্রশাসন কে।

সুন্দরবনে একই দিনে সাতটি জায়গায় একসাথে বাঘের দর্শন মেলায় উৎসাহিত পর্যটকরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৬ আগস্ট ঃ বর্ষার এই রোমান্টিক আবহাওয়াতে ঘরে কি আর বসে থাকা যায়! তাও আবার ভাদ্র মাসের মতো সঙ্গী খোঁজার সময়ে। তাই দিনভর কোথাও হেতাল বাগানে কোথাও বা গরান গাছের আড়ালে আবার কোথাও বা নদী বের হতে দেখা গেল একসাথে। জঙ্গলের মহারাজ কাঁপিয়ে বেড়ালেন ম্যানগ্রোভের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। যা ক্যামেরাবন্দি করলেন শত শত পর্যটক। বর্ষার দিনে সুন্দরবনের পর্যটকরা দেখলেন দিনভর জঙ্গলের মহারাজকে। রবিবার ছুটির দিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গলের মহারাজকে ঘুরতে দেখা যায়। কোথাও একা একা। আবার কোথাও জোড়া। এমনকি একসঙ্গে তিনটি বাঘকেও দেখা গেছে বলে সুন্দরবনে ভ্রমনকারী পর্যটকদের দাবি। এদিন সুন্দরবনের ৭ টি জায়গায় জঙ্গলের মহারাজের দর্শন পাওয়া গেছে। আর এটাই হচ্ছে সুন্দরবনের পর্যটনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এর আগে কখনও একদিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় এত বাঘের দর্শন পাওয়া যায়নি। কেননা প্রতিটি পর্যটকরাই এদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সুন্দরবনে ঘোরার সময় জঙ্গলের মহারাজের দর্শন পেয়েছেন।কেউ কেউ আবার দুবার করেও দেখেছেন। ফলে যারা বর্ষায় সুন্দরবন বেড়াতে এসে মহারাজের দর্শন পেয়ে খুব খুশি পর্যটকরা। তিন ধরে টানা ছুটি থাকায়

অনেকেই সুন্দর ভ্রমনে এসেছেন। ফলে এদিন সকাল থেকেই সুন্দরবনের নদীগুলোতে পর্যটকদের লঞ্চের ভিড় ছিল। কয়েক শো পর্যটক এদিন সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা সবাই এদিন মহারাজের দর্শন পান।জানা গিয়েছে, এদিন সুন্দরবনের ওয়াচ টাওয়ারগুলো থেকে যেমন মহারাজের দর্শন পাওয়া যায়। তেমনই এমনি জঙ্গলের ধারেও তাদের দেখা পাওয়া যায়। সজনেখালি, সুধন্যখালি, দোবাকি প্রভৃতি জায়গার ওয়াচ টাওয়ারগুলোতে এবং জঙ্গলে বাঘকে ঘুরতে দেখা গেছে।সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকরা জানান, এই প্রথম সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছি। আর তাতেই জঙ্গলের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পেলাম। এক জায়গায় বাঘকে একা ঘুরতে দেখেছি। আবার আর এক জায়গায় জড়ো হওয়া বাঘও দেখেছি। এদিকে বিভিন্ন জায়গায় বাঘ দেখা যাওয়ার খবরে এদিন সুন্দরবনের নদীতে পর্যটকদের লঞ্চ গুলোকে এক প্রকার বাঘের খোঁজে এধার ওধার ছুটে বেড়াতে দেখা যায়। আর বাঘের দেখা পাওয়া মাত্রই পর্যটকদের চিৎকার করতে শোনা যায়।কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে একদিনে এতোগুলো টুরিস্ট স্পটে বাঘ দেখার কারণ কি হতে পারে। সুন্দরবনের বন আধিকারিকদের মতে এই সময় বাঘের প্রজননের সময়। তাই পুরুষ বাঘেরা বাঘিনীর খোঁজে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। আর তার ফলেই এদিন পর্যটকদের চোখে এভাবে বাঘের দেখা মিলেছে। তবে এভাবে বাঘের দেখা পাওয়ায় সুন্দরবনের পর্যটকরা অনেকটাই উৎসাহিত।আর সোমবার ও তাই সুন্দরবনে পর্যটকদের আনাগোনা আরো বেড়ে গেছে।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত সৃজনী সংঘ ক্লাবের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২৬ আগস্ট ঃ আর কিছুদিন পর বাঙালির সর্ব শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গাপুজো। তবে অন্য বছরের তুলনায় এবছরের পুজোটা জৌলুসহীন হতে চলেছে। কারণ এ বছর পুজোর দুমাস আগে আর জি কর হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে এই ঘটনার নিন্দার ঝড় উঠেছে। প্রতিদিনই বহু প্রতিবাদের মিছিল চলছে এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে। আর এরই মধ্যে এবারের পুজোর সরকারি অনুদান না নেবার সিদ্ধান্ত নিল জয়নগরের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ ও ১৪-র পল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যরা এই অনুদান না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি পুজো কমিটির তরফে সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এ জন্য তাঁরা এবারের পুজোর আয়োজনেও কাটছাঁট করছে তাঁরা।এই পুজো কমিটির সম্পাদক বাপিন বৈদ্য বলেন, আর জি কর কাণ্ডের পরিপ্রক্ষিতে আমরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে হোয়াটস অ্যাপে এবং সরাসরি বৈঠকে এ ব্যাপারে মতামত চেয়েছিলাম। সেখানে সকলেই অনুদান না নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেই মতো আমরা অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ৭ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পরিচালনায় স্থানীয় সৃজনী সংঘ ক্লাবের মাঠে এই পুজো হয়। পুজোর বয়স প্রায় ৪৭ বছর। এই পুজো এলাকার বড় এবং পুরনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। বাপিন বৈদ্য এও বলেন, সরকারি অনুদানের ৮৫ হাজার টাকা তাঁদের মতো পুজো কমিটির কাছে বড় ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পুজোর সঙ্গে যুক্ত কেউ-ই চাইছেন না এই অনুদান নিতে। এলাকার অন্য পুজো কমিটিগুলির কাছেও তাঁরা আবেদন করেছেন, সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করার জন্য। তবে, জয়নগর থানা এলাকার আর কোনও পুজো কমিটির তরফে অবশ্য এখনও পর্যন্ত অনুদান না নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। ওই পুজো কমিটি সূত্রের খবর, তাদের এ বারের বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। গত কয়েক বছর অনুদান নিয়েই পুজো হয়েছে। এ বার অনুদান ছাড়া পুজো করার জন্য আয়োজনে কাটছাঁট করা হচ্ছে। পুজোর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান এসইউসি আই নেতা প্রবীর বৈদ্য বলেন, আমরা ৪৭ বছর ধরে এই পুজো করছি। শেষ কয়েক বছর বাদে এত দিন অনুদান ছাড়াই পুজো হয়েছে। এ বারও অনুদান ছাড়াই পুজো হবে।তবে এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি বলে এখনো পর্যন্ত খবর। ইতিমধ্যে সারা রাজ্যের কয়েক হাজার পুজো কমিটির সরকারি অনুদান ৮৫ হাজার টাকা না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

জন্মাষ্টমীতে নিউবারাকপুরে স্কুলের কচিকাচাদের উন্মাদনা

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৬ আগস্ট ঃ হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বনের মধ্যে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে দেশ জুড়ে পালিত হয় জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সোমবার নববারাকপুর পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ একাডেমী কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে পালিত হল কচিকাচাদের নাচ গানে শ্রী কৃষ্ণ গোপাল যশোদার অভিনব অনুষ্ঠান। প্রভাতী মনোরম দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান ঘিরে খুদে থেকে অভিভাবক ও শিক্ষিকা দের মধ্যে উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন।এদিন বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানব্রত দাস জানান শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের কচিকাচাদের নিয়ে নাচ গানের মধ্যে তাদের প্রতিভা বিকশিত করতে সামান্য প্রয়াস মাত্র।

আলু রপ্তানির ওপর নজর রাখতে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে এবং ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির ওপর নজর রাখতে রাজ্য সরকার হিমঘরগুলিতে মজুত আলুর পরিমাণ সম্পর্কিত সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করেছে। এই মর্মে রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এতদিন দুসপ্তাহে হিমঘরগুলিকে মজুত আলুর পরিমাণ জানিয়ে কৃষি বিপণন দফতরকে রিপোর্ট দিতে হতো। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহেই ওই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এক সপ্তাহে মোট কত আলু হিমঘর থেকে বের হল সব মিলিয়ে সেখান থেকে কত পরিমাণ আলু বেরিয়েছে আরও কত পরিমাণ মজুদ রয়েছে তার সবই ওই রিপোর্টে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে পাইকারি বাজারে আলুর দাম বাড়ানো হবেনা এই শর্তে গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আলু ব্যবসায়ীদের সাপ্তাহিক দু'লক্ষ টন আলু রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে কিনা তা দেখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

নবান্ন অভিযানের আগে বৈদ্যবাটিতে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেফতার পাঁচজন!

প্রীতম সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটি, ২৬ আগস্ট ঃ চন্দননগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রোববার রাতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে সেখানেই একজনকে আটক করে পুলিশ তারপরেই বাকিদেরকে ধরার উদ্দেশ্যে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং বসানো হয়। সেই নাকাচেকিং চলাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে ধরে পুলিশ, আটক করা হয় একটি স্করপিও গাড়ি। রবিবার রাতে বৈদ্যবাটি দির্ঘাঙ্গী মোড় এলাকায় দিল্লি রোডের উপর পুলিশের নাকা চেকিং চলছিল। সেসময় একটি গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করতে গেলে গাড়ি ছেড়ে পালায় গাড়ির চালক,২ টি নাইন এমএম পিস্তল ও ছয় রাউন্ড কার্তুজ সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত দের নাম শিবনাথ বিশ্বাস (৩৬) , সৌম সুরুল (৩৩), সুমিত দাস(২০) ,স্বস্তি দাস (৩০) , দীপক সিং(২৬) এরা সবাই শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। দশ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ। আগ্নেযাস্ত্র নিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছিল,কি উদ্দ্যেশ্য ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রাত পোহালেই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ।তার আগে নাকায় সাফল্য পেল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে কড়া নিরাপত্তার সাথে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ আগস্ট ঃ কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীর ভিড়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার্থীর সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণার্থীদের নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কৃষ্ণ ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। মন্দির খোলা থাকে সারা রাত। সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ এবং শ্রীধর ত্রিবেদী বলেন, প্রতিবছর জন্মাষ্টমী পূজোয় কয়েকশত ভক্তের সমাগম হয় মন্দিরে। কৃষ্ণ ঠাকুর কে ভোগ নিবেদনে ছিল দুধ, দই, মাখন, পায়েস, চাটনি, পোলাও, মধু, ফল বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, খিচুড়ি, তালের বড়া,পাঁচ রকমের ভাজা, চিনি, জল প্রভৃতি। উৎসব উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মন্দিরে মঙ্গলারতীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মন্ত্র এবং স্রোত পাঠের মাধ্যমে বিশেষ পূজা পাঠ করা হয়। মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দেখতে ভোর থেকেই মানুষের ঢল নামে সারাদিন ধরে চলে পূজা পাঠ, হোম, যজ্ঞ। মন্দিরে আরো অনেক বিগ্রহ রয়েছে। জন্মাষ্টমীতে সেগুলিরও পুজো হয়। মন্দিরে ৬৪ টি যোগেনীর পূজা হয়। সকালে শোভাযাত্রা বের হয় এতে কয়েক শত ভক্ত শামিল হন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। এ বিষয়ে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে শ্রীধর ত্রিবেদী জানান জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমরা দুই দিন ধরে উৎসবের মাধ্যমে পালন করব। মঙ্গল আরতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঠের সাধুরা কীর্তন করেছেন। মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দেখতে ভোর থেকেই মানুষের ঢল নামে। সকালে শোভাযাত্রা বের হয় এতে কয়েক শত ভক্ত সামিল হন। শ্রীধর ত্রিবেদী বলেন আমরা দুইদিন ধরে উৎসব পালন করছি। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুজোর আয়োজনে ছিলেন ব্রহ্মচারী হৃত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে, প্রভাত পাচৌরি সহ প্রমুখরা।

বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণে, উত্তরেও কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ দক্ষিণ বাংলাদেশ এবং আশপাশের এলাকার উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওডিশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার জেরেই বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, নদিয়ায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন উত্তরবঙ্গেও হতে পারে বৃষ্টি। সোমবার মালদহ, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের বাকি জেলার কিছু কিছু অংশেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চিরাচরিত প্রথা মেনেই শারদোৎসবের সূচনা হলো বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ আগস্ট ঃ চিরাচরিত প্রথা মেনেই জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শারদোসবের সূচনা হলো বেলুড় মঠে। সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে দেবী দূর্গার কাঠামো পুজো হয়। এর মাধ্যমেই শারদোৎসবের সূচনা হয় এদিন থেকেই। প্রথা মেনেই মঠে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়েই শারদীয়া উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে প্রতি বছর। সেই চিরাচরিত রীতি মেনেই এদিন জন্মাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠে দেবী দূর্গার কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হলো এ বছরের দেবীর আবাহন। মঠের এই পুজো ১২৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। ভাবগম্ভীর পরিবেশে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির ডান দিকে হয় এই কাঠামো পূজা। চণ্ডীপাঠ পূজার্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে হয় এই পুজো। এককথায় এদিন থেকেই দেবী দূর্গার আবাহন শুরু হয়ে গেল বেলুড় মঠে।

কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচী পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ আর জি কর নিয়ে ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রতিবাদী ছাত্র ছাত্রীদের কন্ঠ রোধে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর সদস্যরা আজ কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচী পালন করে। এই নিয়ে প্রতিবাদী ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি যে সরকারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকারা তার কড়া সমালোচনা করেন। এরপরে তারা একটি মিছিলে অংশ নেন।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে, নিজেও অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ আগস্ট ঃ স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে, পরে নিজেও অ্যাসিড জাতীয় কিছু খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা। চাঞ্চল্য হাওড়ার নিশ্চিঃদায়। হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকার সাঁপুইপাড়া রবীন্দ্রপল্লীতে সোমবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। এক গৃহবধূকে ছুরি দিয়ে গলা কেটে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। জানা গেছে, 'খুনে'র পর অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্বামীও। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। মৃত স্ত্রীর নাম শমীরানী সরকার। স্বামীকে এদিন জখম অবস্থায় পুলিশ বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতার বোন মালা দাসের অভিযোগ, এখানে এসে দেখলাম দিদি মরে পড়ে আছে। প্রায় তিন বছর ধরে ওর স্বামীর সঙ্গে অশান্তি চলছিল। জামাইবাবুর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক আছে। ঘরের সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গিয়েছে। এক কাঠা জমির মধ্যে দিদির নামে আধ কাটা জমি আছে। সেই জমি নিজের নামে করতে চাইছিল জামাইবাবু। সেই জমি হাতিয়ে দিদিকে ছেড়ে দেবে বলে পরিকল্পনা করেছিল। সেই নিয়েই ওদের মধ্যে অশান্তি চলছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা আজকে দিদিকে মারধর করা হচ্ছে বলে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত দিদির বাড়ি এসে দেখি সে মারা গিয়েছে। জামাইবাবু শম্ভু সরকারই দিদিকে মেরেছে।

হাওড়ার ইছাপুরের ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে জমা জলে দুর্ভোগ, অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ আগস্ট ঃ রবিবার উত্তর হাও।ার পর সোমবার হাওড়ার ইছাপুরের ড্রেনেজ ক্যানেল রোড। ফের বৃষ্টির জমা জলে দুর্ভোগের কারণে অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের। সোমবার ইছাপুরের আনন্দময়ী আশ্রমের সামনে অবসর কাটআউটের কাছে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, গত দু'দিনের ভারী বৃষ্টিতে ওই এলাকার বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। পুরসভার 'নিকাশি-ব্যর্থতা'র প্রতিবাদে এদিন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ওই এলাকায়। এলাকার বাসিন্দারা জমা জলে নেমেই বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস প্রমুখ। তাঁদের কার্যত বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়। সুজয় চক্রবর্তী সহ দেবাংশু দাস ও অন্যান্যরা জলে নেমে এলাকা ঘুরে দেখেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে জমা জলের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। প্রতিশ্রুতি দেন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প এনে জমা জল রাতের মধ্যেই বের করা হবে। আগামী দিনে এলাকায় পাকাপাকিভাবে পাম্প হাউস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এরপরই অবরোধ ওঠে। প্রসঙ্গত, এর আগে বৃষ্টি ও নর্দমার জল ঘরে জমে থাকার কারণে রবিবার অবরোধ হয়েছিল উত্তর হাওড়ার সালকিয়া এলাকায়। এরপর সোমবার অবরোধ হয় হাওড়ার আনন্দময়ী আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। অবরোধকারী সৌভিক ঘোষ বলেন, এই এলাকায় ১৫ মিনিটের বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। এর আগেও পুরসভাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কিছু করেনি। আজ পুরসভার আধিকারিকরা এসেছেন। প্রসঙ্গত, এদিন ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের আনন্দময়ী আশ্রমের কাছে অবসর কাটআউটের পাশাপাশি অবরোধ হয় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ' রোডেও। এদিন জমা জলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বিক্ষোভকারীদের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে জানান হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিক্ষোভকারীদের বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি সহমত। আমি ওই এলাকা ঘুরে দেখেছি। ৪৩ ও ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলের বাসিন্দারাই মূলত দুর্ভোগে পড়েছেন। খুবই সমস্যার মধ্যে তারা রয়েছেন। ওরা আমাকে জানিয়েছেন দীর্ঘদিনের পুরনো এই সমস্যা। আমি দ্রুত ওই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে এলাকার বাসিন্দারা অবরোধ তোলেন। এদিন ঘটনাস্থল থেকে পুরসভায় ফিরেই নিকাশি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও প্রশাসকমন্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। বৈঠকে ঠিক হয় ওই এলাকায় জমা জল দ্রুত নামাতে উচ্চ

ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পাম্প কেএমডিএ'র থেকে নিয়ে এসে ওই এলাকায় চালানো হবে। এছাড়াও জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ওই এলাকায় একটি পাম্প হাউস তৈরি করা হবে। আগামী বর্ষার আগে ওই এলাকায় পাম্প হাউস তৈরি করে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান করা হবে। এই পাম্প হাউস তৈরির জন্য জায়গাও চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে জেড রোডেও যেখানে জল জমছে সেই এলাকাতেও একটি পাম্প হাউস তৈরি করা হবে। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী আরও বলেন, কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টি এবং গঙ্গায় জোয়ার চলায় লকগেটগুলি খুলতে না পারায় হাওড়ার কিছু এলাকায় এখনও জল জমে রয়েছে। জল সরাতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৬৬টি পাম্প চলছে। আরও ২টি অতিরিক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প নিয়ে এসে চালানো হচ্ছে। তবুও উত্তর হাওড়ার অরবিন্দ রোড, নস্করপাড়া রোড সহ ৫টি ওয়ার্ড, বেলগাছিয়া, বিবেকনগর, লিলুয়া রেল কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকা, টিকিয়াপাড়া, নোনাপাড়া, ৪৩, ৪৯ ও ৪৪, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকায় এখনও জল জমে রয়েছে। সমস্যার সমাধানে পুর আধিকারিকদের আরও তপর হয়ে এগিয়ে আসতে বলেছি। সমস্যার সমাধানে নতুন কিছু পরিকল্পনা তৈরি করতে আবেদন করছি। পুরকর্তাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে। এলাকাবাসীদের দাবির সঙ্গে আমি একদম একমত। পুর আধিকারিকরা আরও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে না এলে সমস্যার সমাধানের দাবিতে মানুষের প্রতিবাদে আমিও সামিল হব।

আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে রূপান্তরকামীরা, ঋতু উৎসবের মঞ্চ থেকেই প্রতিবাদ জানাবেন

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৬ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ড নিয়ে সারা রাজ্য উত্তাল। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সমাজের বিভিন্ন মহল, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজন। এবার সেই প্রতিবাদ, লড়াই, আন্দোলনে সামিল হতে চলেছেন রূপান্তরকামীরা। তবে রাস্তায় নেমে নয়, মঞ্চে নিজেদের প্রতিবাদ দশটি নারী চরিত্র দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চলছেন তাঁরা। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর জ্ঞানমঞ্চে আয়োজিত ঋতু উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। আর তার জন্য চলছে জোর প্রস্তুতি।

বিখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ ছিলেন রূপান্তরকামীদের জন্য একজন উদাহরণ, একজন দৃষ্টান্ত। আগামী ৩১ শে আগস্ট তাঁর জন্মদিন। প্রতিবছরই তাঁর জন্মদিনে রূপান্তরকামীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ঋতু উৎসব করেন। এ বছরও আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর ঋতু উৎসব হবে কলকাতার জ্ঞানমঞ্চে। আর সেই ঋতু উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন রূপান্তরকামীরা। ঋতুপর্ণ ঘোষের তৈরি ছায়াছবির দশটি কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ শানাবেন রূপান্তরকামীরা। নিজেদের মধ্যে যে শিল্পী সত্ত্বা রয়েছে সেই শিল্পী সত্ত্বা এই মঞ্চের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরবেন তাঁরা। দশটি প্রতিবাদী নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেগুলি মঞ্চস্থ হবে। এই দশটি কেন্দ্রীয় চরিত্রে এক একজন রূপান্তরকামী শিল্পীরা অভিনয় করছেন। যারা অভিনয় করছেন তাঁরা কেউই প্রথাগত শিল্পী নয়। তবে গত তিনমাস ধরে মহড়া দিয়ে নিজেদের তৈরি করছেন তাঁরা। আগামী কয়েকটি দিন সেই মহড়াই চলছে সোনারপুরে।

নৃত্যশিল্পী তথা রূপান্তরকামী আইনজীবী মেঘ সায়ন্তনী ঘোষ বলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রূপান্তরকামীরাও প্রতিবাদের বার্তা দিতে চান। আন্দোলন লড়াই আগেও ছিল। এটা বহমান। সেটা থেমে থাকে না। হয়তো সময় পাল্টায়, বার্তা আলাদা হয়, কিন্তু আন্দোলন থামে না। আমরাও তিলোত্তমার বিচার চাই। আমরা মঞ্চের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আরেক রূপান্তরকামী কৌশি কথাকলি বলেন, তিলোত্তমার বিচারে যেমন সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ প্রতিবাদে নেমেছেন, তেমনি রূপান্তরকামীরাও প্রতিবাদে নেমেছেন। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের সময় কাউকেই পাশে পাইনা আমরা। এখনও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে কটাক্ষ সইতে হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে গিয়েও নিজের নিজের পরিচয় নিয়ে হাসির খোঁড়াক হতে হয় আমাদেরকে। এসবের প্রতিবাদও এই ঋতু উৎসবের মঞ্চ থেকে করতে চাই আমরা। সকলকেই মানুষ হিসেবে দেখুন, দেখবেন সমাজটা কত সুন্দর হয়েছে।

ভারত এক্সেলেন্স পুরস্কার- ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ গত ২২ এপ্রিল, ২০২৪ এ প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্যকে , ভারত বর্ষের নিউ দিল্লীর ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম অফ ইন্ডিয়া ও আই. আই. এফ. এস নিউ দিল্লীর ম্যাক্স মুলার গার্ডেন লোধী রোডে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত, প্যাথলজি, মেডিসিন, অস্ট্রোনোমি, স্পেস সায়েন্স, থিওরেটিকাল ফিজিক্স, এবং সমাজে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ওনার অসামান্য ও অনবদ্য অবদানের জন্য,ওনার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ওনাকে অনারারি ভারত এক্সেলেন্স পুরস্কার ২০২৪ এবং অনারারী লিডিং এডুকেশনিষ্ট অফ ইন্ডিয়া ২০২৪ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন। এর আগেও ১৭ টি ভারতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন একাডেমিক অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার, ২৩ টি ভারতীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

আইসিসির পথে জয় শাহ, বোর্ডের সচিব হয়তো অরুণ জেটলির ছেলে

মুম্বই, ২৬ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট রাজনীতিতে পালাবদলের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তরুণ জয় শাহর। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁর আইসিসির চেয়ারম্যান হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর এই পরিস্থিতিতে জয়ের ছেড়ে যাওয়া ভারতীয় সচিবের পদে উঠে আসছে অপর এক তরুণের নাম। তিনি রোহন জেটলি। দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রোহন ও জয় শাহর মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। জয় যখন বোর্ড সচিব হয়েছিলেন, বাবা অমিত শাহ, তাই তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আর রোহনও মোদি শিবিরের বেশ ঘনিষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে রয়েছে রাজনীতি

জগতের নিবিড় যোগও। রোহন জেটলি জনপ্রিয় আইনজীবী ও বিজেপি সদস্য অরুণ জেটলির ছেলে। অরুণ ছিলেন বিজেপির অর্থমন্ত্রী। ক্রিকেট, আইন, রাজনীতি এই তিন বিষয়ে দক্ষতা ছিল অরুণ জেটলির। যথেষ্ট প্রভাবশালীও ছিলেন তিনি। বিজেপি শিবিরে অরুণ জেটলি যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, তেমনই প্রতিপক্ষ শিবিরেও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন প্রচুর। মৃদুভাষী হলেও তাঁর সঙ্গে প্রতিপক্ষ দলের নেতা-মন্ত্রীরাও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন। নরেন্দ্র মোদিকে গুজরাট থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করার পিছনে ছিল অরুণের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। ক্রিকেট অন্তপ্রাণ অরুণ জেটলি দিল্লি ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁর ছেলে রোহন জেটলি গত বছর দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রয়াত বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির ছেলেই হতে চলেছেন বোর্ডের নতুন সচিব। বছর ৩৫ এর রোহন এ বার বোর্ডের অন্দরে পা রাখলে বাবার মতোই ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন দিশা দেখাতে পারেন কিনা সেদিকেই নজর থাকবে।

সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে জল্পনার মাঝেই কেকেআর-এর পোস্ট!

শ্রেয়সকে নিয়ে বড় বার্তা নাইটদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তাঁকে নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়ে গেছে, তাঁকে নাকি কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে অধিনায়ক পদে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে খবর প্রকাশ্যে আসে, যে ট্রেডের মাধ্যমে নয়া অধিনায়ককে নিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ শ্রেয়স আইয়ার যেতে পারেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে আর কলকাতা নাইট রাইডার্সে আসতে পারেন সূর্যকুমার যাদব। যদিও কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেওয়া হল এরই মধ্যে। সদ্য আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া অধিনায়ককে দল থেকে সরাতে চাননা শাহরুখ খান। সোমবার সকালেই তাই কেকেআর দলের পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো বার্তায় ইঙ্গিত দিল কেকেআর শিবির। সোমবার সকালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেই ভিডিয়োতে আইপিএলের ফাইনাল ম্যাচের পর কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে দেখা যায় চলতি বছরে জেতা

আইপিএলের ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন করছেন শ্রেয়স আইয়ার। ড্রেসিং রুম থেকে হোটেল, কেকেআর শিবির ১০ বছর পর আইপিএল ট্রফি জেতায় আনন্দে মাতোয়ারা ছিল কেকেআর শিবির। গৌতম গম্ভীর ইতিমধ্যেই মেন্টর পদ ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ। গৌতম গম্ভীর কেকেআরে আসার পরই শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে জুটি বেঁধে আইপিএলে কেকেআরকে সাফল্য এনে দেন। এতদিন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত কোচের পদে থাকলেও শ্রেয়স আইয়ার দলকে সাফল্য দিতে পারেননি। এই মূহূর্তে অধিনায়ক, কোচ দুজনই সরে গেলে দলের ক্ষতি হতে পারে, সেটা বুঝেই দ্রুত শ্রেয়সকে নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইল কেকেআর। গৌতম গম্ভীর চলে যাওয়ার পর দলের মধ্যে বন্ডিং এবং সেট টিমই ধরে রাখতে চাইছে কেকেআর। আর কোনও ক্রিকেটারকেরেই সরাসরি প্রস্তাব দেওয়া যায় না আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী। আর শ্রেয়স আইয়ারও যাতে এই পরিস্থিতি অন্যরকম কোনও সিদ্ধান্ত না নেয়, সেই জন্যেই এমন ইঙ্গিত দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স, মনে করছে ক্রিকেটমহল।

শিখরের পর অবসর নিতে চলেছেন ইশান্ত শর্মা! চর্চা ক্রিকেটমহলে

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সদ্য অবসর ঘোষণা করেছেন শিখর ধাওয়ান। এবার ক্রিকেটমহলে চর্চা হচ্ছে, ইশান্ত শর্মাও নাকি সেই পথে হাঁটতে চলেছেন। ভারতীয় দলে এই পেসারের ফেরা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই জোর জল্পনা ইশান্তও অবসর নেবেন। ভারতের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে দলে সুযোগ পাননি। পরিসংখ্যান বলছে এখনও পর্যন্ত ৩০০ উইকেটের মালিক ইশান্ত। আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর নিয়ে কোনও খবর নেই ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটের 'গব্বর' শিখর ধাওয়ানের অবসর ঘোষণার পর পরই ক্রিকেটমহলে কানাঘুষো খবর ভাসছে ইশান্ত শর্মাও সেই রাস্তাতেই হাঁটবেন।

বুমরা-সামির অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শিঁকে ছিড়বে মুকেশ-আকাশ দীপের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের কাউন্টডাউন শুরু হল বলে। ভারতের মাটিতে এই দুই টিমের যে টেস্ট সিরিজ হবে, তার জন্য এখনও স্কোয়াড ঘোষণা হয়নি। বিসিসিআইয়ের বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে এই সিরিজের জন্য ভারতের টিম বাছা। বিশেষ করে টিম ইন্ডিয়ার পেস বিভাগ নিয়ে চিন্তায় থাকতে পারে বোর্ড। কারণ এখনও অবধি যা শোনা যাচ্ছে, তাতে জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সামিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে পাওয়া যাবে না। তা হলে কি শিঁকে ছিড়তে পারে বাংলার দুই পেসারের? উঠছে প্রশ্ন। ভারতীয় ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সামি দু'জনেরই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ফেরার

কথা। আপাতত ছুটিতে রয়েছেন বুমরা। যে ছুটি তিনি আরও বেশিদিন পেতে পারেন। কারণ দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর না খেলার সম্ভাবনা প্রবল। টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে তরতাজা রাখার জন্য বাংলাদেশের জায়গায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে চাইছে। যদি বুমরা ও সামি দু'জনই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে না খেলেন, তা হলে পেসার হিসেবে ডাক পেতে পারেন আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। বিদেশের মাটিতে দু'বার এবং দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে টেস্টে খেলেছেন মুকেশ। এ বছরের ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে অভিষেক হয়েছে আকাশ দীপের। এ বার দেখার তাঁরা সত্যিই ডাক পান কিনা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ভারতের পেস বিভাগের দায়িত্বে দেখা যাবে মহম্মদ সিরাজকে। তাঁর সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে পারে অর্শদীপ সিংকে।

বিশ্বকাপ দেখেননি আমজনতা! আইসিসির কাছে ৮০০ কোটির 'ক্ষতিপূরণ' দাবি হটস্টারের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নভেম্বর মাসে আইসিসির চেয়ারম্যান হতে পারেন জয় শাহ, এমনটাই জল্পনা চলছে ক্রিকেটমহলে। তার মধ্যেই আইসিসির উপরে বাড়াতে চলেছে ডিজনি হটস্টার। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার থেকে ১০ কোটি ডলার ছাড় চেয়ে ইতিমধ্যেই দাবি জানিয়েছে তারা। কারণ হিসাবে সম্প্রচারকারীদের তরফে বলা হয়েছে, টি-২০ বিশ্বকাপে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়া-সহ নানা কারণে দর্শকসংখ্যা কমেছে। তার জেরে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেই জন্যই আইসিসির থেকে এই ছাড়ের দাবি করেছে হটস্টার। এছাড়াও সম্প্রচার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলি পালটাতে চেয়ে দাবি জানিয়েছে তারা। বছরদুয়েক আগে আইসিসির সঙ্গে ৩০০ কোটি ডলারের

চুক্তি করে হটস্টার। সেই চুক্তি অনুযায়ী চলতি বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি টুর্নামেন্ট সম্প্রচার শুরু করে তারা। যদিও এই চুক্তির সময়ে হটস্টারের সঙ্গে জি টিভিও শামিল ছিল। কিন্তু পরে সোনির সঙ্গে যুক্ত হয় জি টিভি। ফলে বিরাট অঙ্কের বোঝা রয়েছে হটস্টারের উপর। এহেন পরিস্থিতিতে আইসিসির সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলি পালটাতে চায় তারা। বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচগুলোর জন্য রিফান্ড দেওয়া হোক বলে তারা দাবি জানিয়েছে আইসিসির কাছে। যদিও রিফান্ড দেওয়ার শর্ত থাকে না আইসিসির চুক্তিতে। কেবল বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচই নয়, অন্যান্য বেশ কিছু কারণেও দর্শকসংখ্যা কমে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে হটস্টারের দাবি। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান সেমিফাইনাল।

টানা ২ জয়ে সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ত্রিনিদাদ, ২৬ আগস্টঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৭৯ রান তাড়া করতে নেমে ৫ ওভারেই দক্ষিণ আফ্রিকার রান ১ উইকেটে ৬৭। মাত্র ১৫ বলে ৪২ রান নিয়ে রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলেন রিজা হেনড্রিকস। কিন্তু পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে হেনড্রিকসের স্টাম্প ভেঙে দিলেন রোমারিও শেফার্ড। ম্যাচের ফলটাও হয়তো লেখা হয়ে গেল তখনই। শেষ পর্যন্ত ১৪৯ রানে আটকে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ হেরেছে ৩০ রানে। ৪ ওভারে ১৫ রানে ৩ উইকেট তুলে ম্যাচসেরা ওই শেফার্ডই। এ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে ছিল হেনড্রিকসের আউট পর্যন্তই। ওপেনার রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ২৮ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়া হেনড্রিকস করেন ১৮ বলে ৪৪ রান। এরপর যাঁরা ব্যাট করতে নেমেছেন, সর্বোচ্চ ২৮ রান এসেছে ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে। শেফার্ডের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে অধিনায়ক এইডেন মার্করাম করেন ৯ বলে ১৯ রান। শেষ দিকেও অবশ্য কিছুটা আশা ছিল প্রোটিয়াদের। সর্বশেষ ৪ ওভারে দরকার ছিল ৪২ রান, হাতে ছিল ৪ উইকেট। কিন্তু যে দলের শেষ ছয় ব্যাটসম্যানই এক অঙ্কে আটকে থাকেন, তাঁদের আর এমন সমীকরণ মেলানোর সুযোগ কই? এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের সংগ্রহ বড় করে শেষ দিকেই। ১৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১১ থেকে শেষ ছয় ওভারে আরও ৬৮ রান যোগ করে দলটি। যে রান তোলায় বড় অবদান অধিনায়ক রোভমান পাওয়েল (২২ বলে ৩৫) এবং শারফেন রাদারফোর্ডের (১৮ বলে ২৯)। শেষ দিকে নেমে ৬ বলে ৯ রান করে অপরাজিত থাকেন শেফার্ড। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ম্যাচ বুধবার।

পোল ভল্টে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ডুপ্লান্টিস

চরজৌ (পোল্যান্ড), ২৬ আগস্টঃ অলিম্পিক্সের পর ডায়মন্ড লিগ। নিজের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বরেকর্ড গঙলেন আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস। চলতি বছরে মোট তিনবার রেকর্ড ভাঙলেন বছর ২৪-এর সুইডিশ পোল ভল্টার। দ্বিতীয় চেষ্টাতেই লাফিয়ে ৬.২৬ মিটারে পৌঁছন তিনি। বিশ্বরেকর্ড গড়ে ডুপ্লান্টিস বলেন, ''অসাধারণ লাগছে। আশা করিনি আবারও বিশ্বরেকর্ড গড়ব।'' অলিম্পিক্সের পরে এই প্রতিযোগিতায় নামবেন কিনা ঠিক ছিল না। ভেবেছিলেন বিশ্রামে থাকবেন। ছুটি কাটাবেন। পরিবারের কথায় তা না করে ডায়মন্ড লিগে নামেন ডুপ্লান্টিস। পদক জিতে আপ্লুত ডুপ্লান্টিস বলেন, ''বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে গেলেই ভালবাসা পাই। দ্বিতীয় লাফ দেওয়ার আগে সাইলেসিয়া স্টেডিইয়ামের দর্শকরা আমায়

উৎসাহ দিয়েছেন।'' দু'সপ্তাহ আগেই অলিম্পিক্সে রেকর্ড গড়েছেন ডুপ্লান্টিস। পুরুষদের পোল ভল্টে হেসে খেলে সোনা জিতেছেন। আর এবার ডায়মন্ড লিগে। ঐতিহাসিক জয়ের পর আপ্লুত খেলোয়াড় ছুটে যান বান্ধবীর দিকে। ঘটনার মুহূর্ত সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

যুবরাজের ডাক ফেরাতে পারলেন না শিখর!

মুম্বই, ২৬ আগস্টঃ ক্রিকেট ছেড়েও যেন ছাড়তে পারলেন না শিখর ধাওয়ান! কি অবাক হচ্ছেন? বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। আসলে ২৪ আগস্ট আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন শিখর। এক দিন পরই তিনি জানিয়ে দিলেন শীঘ্রই ফিরবেন ২২ গজে। ভারতীয় ক্রিকেটের গব্বর অবসর ঘোষণার পর যুবরাজ সিং তাঁকে এক ক্রিকেট লিগে খেলার ডাক দিয়েছিলেন। সেই আবদার যেন ফেলতে পারলেন না শিখর ধাওয়ান। সত্যিই কি তিনি ফিরবেন ক্রিকেটে? শিখর ধাওয়ান আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর তাঁর একাধিক সতীর্থ আগামীর জন্য শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছিলেন। অনেকেই আবার তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত শেয়ার করে আবেগীও হয়ে পড়েছিলেন। দেশের প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং তাঁর সঙ্গে শিখরের চারটি ছবি শেয়ার করে বার্তা দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেই তিনি সবশেষে লেখেন, 'ভাই এ বার লেজেন্ড লিগে খেলতে এসো।' যুবির এই ডাক ফেরাতে পারলেন না শিখর। দেশের সদ্য প্রাক্তন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান এ বার যোগ দিলেন প্রাক্তনীদের ক্রিকেট লিগে। যার নাম লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট। ৩৮ বছর বয়সী ধাওয়ানকে এ বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাক্তনীদের সঙ্গে ২২ গজে ফের ব্যাট হাতে দেখা যাবে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া তিনি অন্যান্য টি-২০ প্রতিযোগিতায় তিনি খেলতে পারবেন। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শিখর ধাওয়ান বলেন, ''আমার শরীর এখনও ক্রিকেট খেলার মতো রয়েছে। আমি আমার সিদ্ধান্তে খুশি। ক্রিকেট আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা কখনও আমার থেকে দূরে যাবে না। আমার ক্রিকেট খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে পুনরায় যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আমার ফ্যানেদের আবার আনন্দ দিতে পারব। এ বার নতুন স্মৃতি তৈরি করার পালা।''

রিয়াল-অভিষেকেই এনদ্রিকের ইতিহাস, স্লটের অ্যানফিল্ড-অভিষেকে জিতল লিভারপুলও

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৬ আগস্টঃ তাঁকে তো আর এমনি এমনি 'বিস্ময় বালক' বলা হচ্ছে না। গত মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়ে কোচ দরিভাল জুনিয়রের অভিষেক রাঙিয়েছিলেন। আজ রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিজের অভিষেক ম্যাচটা শুধু রাঙিয়েই রাখলেন না, ইতিহাসও গড়ে ফেললেন এনদ্রিক। লা লিগায় ভায়াদোলিদের বিপক্ষে তাঁর দলও জিতল ৩-০ ব্যবধানে। এদিকে নিজেদের মাঠ অ্যানফিল্ডে নতুন কোচ আর্নে স্লটের

অভিষেক ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন তাঁর শিষ্যরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লুইজ দিয়াজ ও মহম্মদ সালাহর গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারাল লিভারপুল। রিয়ালের জার্সিতে প্রথমবার খেলতে নামার ১০ মিনিটের মধ্যেই প্রতিপক্ষের জালের ঠিকানা খুঁজে নিলেন এনদ্রিক। ১৮ বছর ৩৫ দিন বয়সী এই ব্রাজিলিয়ানই এখন লা লিগা ইতিহাসে রিয়ালের সবচেয়ে কম বয়সী বিদেশি ফুটবলার হিসেবে গোল পেলেন। একবিংশ শতাব্দীতে লা লিগা অভিষেকে লস ব্লাঙ্কোসদের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও এখন তিনি। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ ম্যাচের ৮৬ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের বদলি হিসেবে নামেন এনদ্রিক। ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে বক্সের কিনারে বল পেয়ে ইতিহাস গড়া গোলটি করেন যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে। এনদ্রিককে দিয়ে গোল করানোর ৮ মিনিট আগে দিয়াজ নিজেই গোল করেন। আর ৫০ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। লা লিগা মরসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মায়োর্কার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করা রিয়াল আজকের জয়ে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়াল। অন্যদিকে প্রিমিয়ার লিগ মরসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচেও ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল লিভারপুল। তবে সেই ম্যাচ হয়েছিল প্রতিপক্ষ ইপসউইচ টাউনের মাঠে। ইয়ুর্গেন ক্লপের জায়গায় কোচের দায়িত্ব পাওয়া স্লটের জন্য আজকের ম্যাচটি ছিল ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে প্রথম। লিভারপুল সমর্থকদের গর্জনে উত্তাল এই মাঠকে প্রতিপক্ষ দলগুলোর জন্য বিভীষিকা হিসেবে দেখা হয়। এমনকি আয়োজক হয়েও এই মাঠ লিভারপুল কোচকে অনেক চাপে রাখে। তবে স্লট জানিয়ে রেখেছিলেন, তিনি কোনো ধরনের স্নায়ুচাপ অনুভব করছেন না। আজ ম্যাচের ১৩ মিনিটে দিয়াজ আর ৭০ মিনিটে সালাহর গোল তাঁকে আরও নির্ভার করে দিল। প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল চেলসি। সেই দলটাই আজ দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। উলভারহ্যাম্পটনকে তাদেরই মাঠে ৬-২ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি।

চেলসির হয়ে প্রথমবার হ্যাটট্রিক করেছেন নোনি মাদুয়েকে। অন্য তিনটি গোল নিকোলাস জ্যাকসন, কোল পালমার ও চেলসিতে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করতে নামা জোয়াও ফেলিক্সের। উলভসের হয়ে গোল দুটি করেছেন মাথেউস কুনিয়া ও ইয়োর্গেন স্ট্রান্ড লারসেন। লিগে ২৮ মাস পর প্রতিপক্ষের মাঠে ৬ গোল করেছিল চেলসি। সর্বশেষ ২০২২ সালের এপ্রিলে সাউদাম্পটনের মাঠে ব্লুজরা জিতেছিল ৬-০ গোলে। সে সময় দলটির কোচ ছিলেন টমাস টুখেল। আজকের বড় জয়ে নতুন কোচ এনজো মারসেকা গড়েছেন নতুন কীর্তি। চেলসির প্রথম কোচ হিসেবে প্রতিপক্ষের মাঠে নিজের প্রথম ম্যাচে দলকে ৬ গোল করতে দেখেছেন তিনি। ক'দিন আগেই প্রফেশনাল ফুটবলারস অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার জেতা পালমার গড়েছেন আরেক কীর্তি। মাদুয়েকের তিন গোলেই বল বানিয়ে দিয়েছেন ২২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। প্রিমিয়ার লিগের এক ম্যাচেই তিন বা এর বেশি অ্যাসিস্ট করা চেলসির প্রথম খেলোয়াড় তিনি। আর লিগ ইতিহাসে পঞ্চম। অপর ম্যাচে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল বোর্নমাউথ। আজ ঘরের মাঠে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকেও রুখে দিয়েছে বোর্নমাউথ। এ ম্যাচের ফলও ১-১। ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে ম্যাচে ৩৭ মিনিটে মার্কাস টাভেরনিয়ারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আয়োজকরা। ৭৬ মিনিটে নিউক্যাসলের হয়ে গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন অ্যান্থনি গর্ডন।

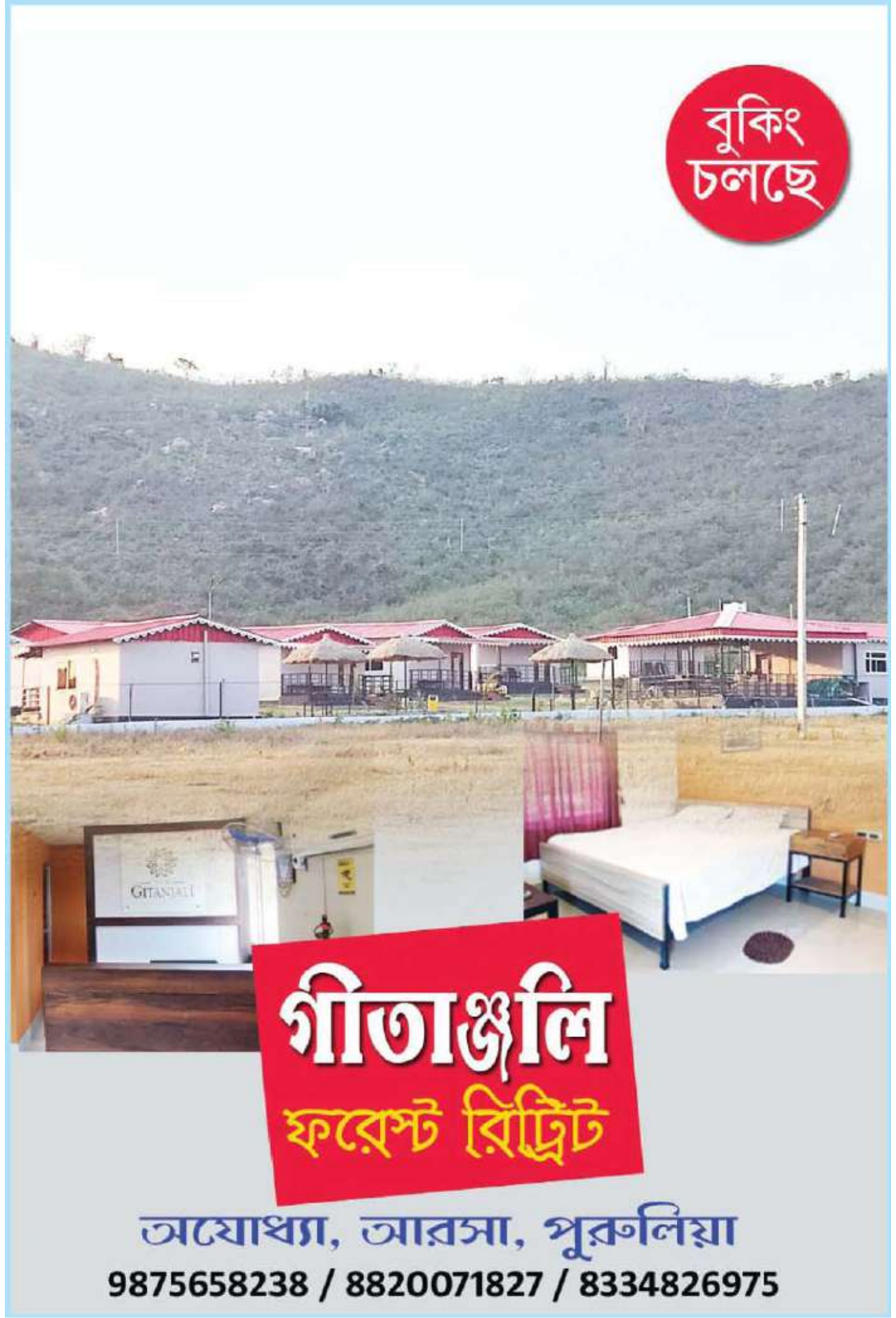

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com